জয়ন্তী

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মিনার্ভায় অভিনীত

শুভ-উদ্বোধন—অক্ষয় তৃতীয়া ১৩৪৮

ষ্ট্যাণ্ডার্ড বুক কোম্পানী
২১৬ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

নাট্যরস-পান-পাগল বন্ধু

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, বি, এ

মহাশয়কে

উৎসর্গ করা হ'ল—

তাম্বূল-করঙ্ক-বাহিনীর মতো

বহন কর্‌তে তাঁর

আদরের

পানপাত্র

মণি। ও-সব হেঁয়ালি ছেড়ে দিন। বলুন, আপনার কন্যাকে হত্যার জন্য মূলতঃ দায়ী কে ?

সোম। আমি।

সকলে। আপনি ?

মণি। ধর্ম্মাধিকারের সাম্‌নে মিথ্যা বল্‌ছেন ?

সোম। বিন্দুমাত্র নয়। ভগবান জানেন, জয়ন্তীর দুর্ভাগ্যের মূল কারণ আমি।

মণি। এ পাগ্‌লামির যায়গা নয়। মাণিক আপনাকে বলেনি যে অরুণের আদেশে সে আপনার কন্যাকে হত্যা করেছে ?

অনন্ত। কি বলেন,—এ কথা সত্য ?

নন্দার প্রবেশ

নন্দা। সম্পূর্ণ মিথ্যা !

অরুণ। নন্দা !

নন্দা। মিথ্যা কথা ধর্ম্মাধিকার। মাণিক কিছুই বলেনি।

মণি। একি সব চালাকি পেয়েছ নাকি ? মাণিক, ধর্ম্মাধিকারের সাম্‌নে মিথ্যা বলো না। বল, কে হত্যা করেছে ?

মাণিক। আমি।

মণি। কা'র আদেশে, তাই বল !

মাণিক। আমার নিজের বুদ্ধির আদেশে।

মণি। আর কেউ তোমাকে আদেশ দেয়নি ?

মাণিক। না।

মণি। (একসঙ্গে) মিথ্যা কথা !

নন্দা। মিথ্যা কথাই বটে ধর্ম্মাধিকার!

অনন্ত। মিথ্যা কথা?

মণি। বল,—বল দেখি এইবার—

নন্দা। সেদিন ঝড়ের রাতে নৌকাডুবি হ'য়ে মাণিক গুরুতর আঘাত পায়, তা'তেই ওর মাথা খারাপ হয়েছে। জয়ন্তী আমার সখী ছিল। আমি জানি, সে আত্মহত্যা করেছে।

অনন্ত। (সোমনাথকে) আপনি কি বলেন?

সোম। আমার যা' বল্‌বার—বলেছি, আর কোন প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না।

মণি। দিতেই হবে। আইনের বলে জোর করে' আমরা আপনার উত্তর নেব।

সোম। পার,—নাও! মণিদত্ত, কন্যা আমার—তোমার নয়।

মণি। কিছু যায় আসে না। হত্যার অভিযোক্তা রাজা—তুমি নও। পিতা যদি হত্যাকারী হয়,—রাজা তাকেও শাস্তি দেবেন।

সোম। বেশ, তাই হোক্।

মণি। এতেই প্রমাণ হচ্ছে যে মাণিকের কথা সত্য নয়, নন্দার কথা সত্য নয়। সত্য বলবার ভয়ে সোমনাথ উত্তর দিতে অস্বীকার কর্‌ছেন!

অনন্ত। কিন্তু, তাঁর কন্যার হত্যাকারীর শাস্তি বিধান কর্‌তে তাঁর কি আপত্তি থাকতে পারে?

মণি। অরুণ অর্থ দিয়ে ওঁর মুখ বন্ধ করেছে। প্রকৃত ব্যাপার

আপনি নিশ্চয়ই বুঝ্‌তে পেরেছেন ধর্ম্মাধিকার। জয়ন্তীকে যে-ই হত্যা করুক,—অরুণের আদেশেই সে মরেছে !

দীপক ও জয়ন্তীর প্রবেশ

দীপক। মিথ্যা কথা। জয়ন্তী মরেনি !

অরুণ। জয়ন্তী—জয়ন্তী —(তাহাকে ধরিল)।

সকলে। জয়ন্তী !

অনন্ত। এই জয়ন্তী ! তবে সে হত হয়নি ?

সোম। না, দীপক তার প্রাণরক্ষা করেছে।

মণি। তা'হলে হত্যার চেষ্টা তো একটা হয়েছিল ?

দীপক। তা'ও নয়। মাণিকের সাথে জয়ন্তী আস্‌ছিল অরুণের কাছে। ঝড়ে নৌকাডুবি হয়েছিল,—জয়ন্তীকে আমি উদ্ধার করেছিলাম।

অরুণ। জয়ন্তী. তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না জয়ন্তী ! সর্ব্বস্ব যায় যাক্। তোমাকে নিয়ে আমি সমস্ত দুঃখকষ্ট মাথা পেতে নেব।

কুমার। সর্ব্বস্ব যাবে কেন অরুণ ? আমার বন্ধুর বিবাহে আমি কি সামান্য যৌতুক দিতে পারি না ? মনিদত্তের ঋণ আমি শোধ করে দেব।

জয়ন্তী। (প্রণাম করিয়া মহামায়াকে) মা, আমি কি পায়ে স্থান পাব না ?

মহা। 'তুমি আমার গৃহলক্ষ্মী জয়ন্তী।

তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন

মণি। আচ্ছা, তোমাদের লক্ষ্মীলাভ হোক্।

প্রস্থানোদ্যত

দীপক। (ধরিয়া ফেলিয়া) অপেক্ষা, অপেক্ষা বন্ধু! তোমার অযাচিত উপকারের পুরস্কার নিয়ে যাও। ধর্ম্মাধিকার, এই লোকটাকে যদি আমি গলা টিপে মেরে ফেলি, আপনাদের ধর্ম্মশাস্ত্রমতে সে কি আমার অপরাধ হবে?

মণি। পাগ্‌লামো করো না। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও।

অনন্ত। অপরাধের শাস্তি দেওয়ার জন্য রাজশক্তি রয়েছে দীপক, নিজের হাতে তা' তুলে নিতে নেই। মণিদত্ত, তুমি চক্রান্ত করে' আজকের আনন্দ-বাসরকে তিক্ত করে' তুলেছ। তা'র শাস্তি কি জানো?

মণি। শাস্তি? কেন? আমি কি করেছি?

অনন্ত। কি করেছ, তার বিচার কা'ল হবে। আজ তুমি বন্দী।

মণি। বন্দী? অবিচার,—ঘোরতর অবিচার।

কুমার। ধর্ম্মাধিকার, আমার অনুরোধ—আজ এই উৎসবের দিনে ওকে আপনি ক্ষমা করুণ। ওর সমস্ত প্রাপ্য আমি কালই মিটিয়ে দেব। আজ এই আনন্দের দিনে কারও মুখ যেন মলিন না থাকে।

অনন্ত। যাও মণিদত্ত, এই মহাপ্রাণ যুবকের অনুরোধে তোমাকে আমি ক্ষমা কর্‌লাম।

মণিদত্তের প্রস্থান

অরুণ। (দীপককে) বন্ধু, তুমি জয়ন্তীর জীবন রক্ষা করেছ। আমার সমস্ত দুর্ব্ব্যবহার ক্ষমা করে'—এস আমায় আলিঙ্গন দাও।

দীপক। তোমার সমস্ত অপরাধ তখনই ক্ষমা করেছি অরুণ, যখনই তুমি জয়ন্তীকে স্ত্রী বলে' গ্রহণ করেছ।

অনন্ত। বিবাহ-বাসরে এই আকস্মিক ও অনর্থক গোলমালে আমরা সকলেই দুঃখিত। আবার হাস্যে, লাস্যে, আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠুক এই উৎসব-ক্ষেত্র।

দীপক। কঠিন ব্যথার মাঝেই মেলে আমাদের সবচেয়ে বড় সুখের সন্ধান। দাঁড়াও, দাঁড়াও জয়ন্তী তুমি অরুণের পাশে, আমি দেখি,—আমি দেখি। আমি কাঁদি, আমি হাসি। (দুজনকে পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া) এইতো সত্য, এইতো শিব, এইতো সুন্দর। বাজাও—বাজাও শঙ্খ,—দাও উলুধ্বনি।

অরুণ। বাজাও শঙ্খ, দাও উলুধ্বনি! এ উৎসব শুধু আমার জন্য নয়; লীলারও আজ শুভ পরিণয়। এস লীলা, তোমার চির-আকাঙ্ক্ষিতের হাতে তোমাকে সঁপে দিই। এস কুমার, আমার ভগিনীকে তুমি গ্রহণ কর।—এ তোমার উদারতার প্রতিদান নয় বন্ধু,—এ আমার কর্ত্তব্যের সম্প্রদান। বাজাও শঙ্খ,—দাও উলুধ্বনি।

মাণিক নন্দার হাত ধরিয়া সম্মুখে আনিল—

মাণিক। আজ হাঁ-ও শুনব না, না-ও শুনব না। দেবো তোমার

গলায় পরিয়ে আজ এই মিলন-মালা। (মালা পরাইয়া)
বাজাও শঙ্খ—

নন্দা। উঃ, কি বেরসিক! (মাণিকের গলায় মালা পরাইয়া)
দাও উলুধ্বনি।

যবনিকা।

রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হওয়াই যে নাটকের চরম এবং পরম সার্থকতা, এ ধারণা আমার নেই। কারণ, এমন অনেক নাটকের কথা আমি জানি, যা'তে সত্যিকারের রস-সৃষ্টি আছে, অথচ তা' অভিনীত হয়নি, এবং এমন নাটকও অনেক আছে—যা' দিনের পর দিন অভিনীত হ'য়ে চলেছে, অথচ না আছে তা'র কোন নাটকীয় উপাদান না আছে তা'র প্রাণ। রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হ'তে নাটকের উপাদানই যে সব চেয়ে বড় কথা নয়, এ অপ্রিয় সত্যটাকে প্রকাশ করে' কোন লাভ নেই, কেননা, যে মাপকাঠিতে তার বিচার হয়, তার চেহারাটা খুব সুন্দর নয়।

কিন্তু, নাটক যেমনই হোক্, তা'কে একটা বিশিষ্ট রূপ তাঁরাই দিতে পারেন, যাঁরা করেন তা'র বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয়। এক-একটা নতুন নতুন টাইপের সৃষ্টি করে' তা'রা সার্থক করে' তুল্‌তে পারেন নাটককে। তাই, অভিনীত নাটকের সাফল্যের জন্য নাট্যকারের বাহাদুরি যতখানি,—তেম্‌নি যাঁরা তা'র অভিনয় করেন,—যাঁরা করেন তা'র সংগঠন,—পরিচালক থেকে আরম্ভ করে' মঞ্চমায়াকর পর্য্যন্ত—কারও বাহাদুরিই তা'র চেয়ে কম নয়। নাটকের সাফল্যের গৌরব শুধু একা নাট্যকারের নয়, একা অভিনেতৃগণের নয়, কিংবা নয় শুধু সংগঠনকারীদের;—সকলের সমবেত চেষ্টাই সার্থক করে' তোলে অভিনয়কে!

নাটক যখন জমেনা, তখন অভিনেতারা দোষ দেন নাটকের—"ওতে কিছু নাই!" নাট্যকার কা'র ঘাড়ে দোষ চাপানো যায় তা' স্থির কর্‌তে না পেরে' একটা আহত অভিমানে সকলকেই করেন দোষী। আবার, নাটক যখন জমে, তখন নাট্যকার যেমন সে গৌরবের সমস্তটুকুই নিজের বলে' দাবী করেন,—অভিনেতারাও তেম্‌নি নাট্যজগতের কৃপার বস্তু নাট্যকারকে তার কোন ভাগ দিতেই রাজি হন না। কাজেই, নাটক বড়, না নাট্যরূপদান বড়, এ সমস্যা বরাবর সমস্যাই থেকে যায়।

কিন্তু, এ সমস্যার চিরন্তন বৃত্তের চারিপাশে ঘুরে বেড়া'তে আমি রাজি নই। কেননা, আমার বিশ্বাস, সকলের সমবেত চেষ্টা ছাড়া কোন নাটকের অভিনয়ই সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে না। তাই, এই নাটকের যাঁরা অভিনয় করেছেন, যাঁরা সৃষ্টি করেছেন এর রূপসজ্জা, যাঁরা আহরণ করেছেন এর ফুলের মালাটি, যাঁরা করেছেন তা'কে সুরে মুখর, নৃত্যে চঞ্চল, যাঁরা সাজিয়েছেন এর পঞ্চপ্রদীপ,—সাজিয়েছেন দৃশ্যের পর দৃশ্যের স্বপ্নলোক, রচনা করেছেন আলোকের বর্ণ-চাতুর্য্য, তাঁদের সকলকেই এই নাটকের সাফল্যের যা' কিছু গৌরব তা' সমান ভাবে বণ্টন করে' দিয়ে, নিজের জন্য রাখ্‌ছি আমি অনেকখানি আনন্দ! তা'র ভাগ আমি কাউকেই দিতে রাজি নই, কিন্তু উপভোগ কর্‌তে চাই সকলকে নিয়ে।

অক্ষয় তৃতীয়া
১৩৪৮

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

চরিত্র

অরুণ	...	অবন্তীর ধনী যুবক
কুমার	...	অরুণের বন্ধু
সোমনাথ	...	শৈলেশ্বর-মন্দির-রক্ষক
দীপক	...	গ্রাম্য যুবক
মণিদত্ত	...	শ্রেষ্ঠী
মাণিক	...	অরুণের অনুচর
অনন্তরাও	...	ধর্ম্মাধিকার
কিষণ রাও	...	গ্রামস্থ ভদ্রলোক

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ, প্রহরীগণ, ভৃত্য

জয়ন্তী	...	সোমনাথের কন্যা
মহামায়া	...	অরুণের মাতা
লীলা	...	ধনী-কন্যা
নন্দা	...	জয়ন্তীর সখী

সখীগণ

সংগঠনকারিগণ

সত্বাধিকারী	...	মিঃ এন্, সি, গুপ্ত
		শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
		মহম্মদ দেলোয়ার হোসেন
পরিচালক	...	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সুরশিল্পী	...	শ্রীধীরেন দাস
নৃত্যশিল্পী	...	শ্রীব্রজবল্লভ পাল
মঞ্চশিল্পী	...	মিঃ মহম্মদ জান
ব্যবস্থাপক	...	শ্রীজিতেন্দ্র নাথ মৈত্র
প্রচারক	...	শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ মিত্র
মঞ্চাধ্যক্ষ	...	মিঃ জানে আলম
স্মারক	...	শ্রীশশীপদ মুখোঃ, মণিগোপাল
মঞ্চমায়াকরগণ	...	শ্রীগোবিন্দ দাস, পঞ্চানন দাস
		নারায়ণ, বটকৃষ্ণ, মাণিক, শিবু,
		আজেহার, কার্ত্তিক, কেশব
আলোকসম্পাতকারী	...	শ্রীভোলানাথ বসাক, পঞ্চানন,
		চণ্ডী, ওহিয়ার রহমান
রূপসজ্জা	...	শ্রীসুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়
		শ্রীনিরঞ্জন ঘোষ, তুলসী দাস
সঙ্গীতশিক্ষক	...	শ্রীরতন দাস
হারমোনিয়াম	...	শ্রীরামচন্দ্র দাস
ক্লারিয়োনেট	...	শ্রীশরদিন্দু ঘোষ
বাঁশী	...	শ্রীশঙ্কর দাসগুপ্ত
পিয়ানো	...	শ্রীসুধীর দাস
ট্রাম্পেট	...	শ্রীবলরাম পাঠক
তবলা	...	শ্রীহরিপদ দাস

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ

অরুণ	...	শ্রীমঙ্গল চক্রবর্ত্তী
কুমার	...	শ্রীভানু চট্টোপাধ্যায়
সোমনাথ	...	শ্রীশিবকালী চট্টোপাধ্যায়
দীপক	...	শ্রীশম্ভু মিত্র
মণিদত্ত	...	শ্রীজীবন মুখোপাধ্যায়
মাণিক	...	শ্রীগোপাল চট্টোপাধ্যায়
অনন্তরাও	...	শ্রীমাণিক হাজরা
ধর্ম্মাধিকার	...	শ্রীদেবীতোষ রায় চৌধুরী
কিষণরাও	...	মিঃ রোজারিও
ভৃত্য	...	শ্রীনারায়ণ চন্দ্র দত্ত
নগর-রক্ষী	...	শ্রীচুণিলাল দত্ত শ্রীঅজিত মৈত্র
নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ	...	শ্রীঅজিত রায়, কানাই, অমূল্য, শান্তি, পুলিন, তুলসী, পরেশ, রাধারমণ।
জয়ন্তী	...	শ্রীমতী অপর্ণা দাস
মহামায়া	...	শ্রীমতী নীরদাসুন্দরী
লীলা	...	শ্রীমতী উমা মুখার্জ্জী
নন্দা	...	শ্রীমতী রাণীবালা
সখীগণ	...	পটল, মুক্তা, শচী, সুশীলা, ইলা, গীতা, রেবা, রাধা, প্রভা, অমিয়া, প্রফুল্লবালা।

জয়ন্তী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অবন্তীর নগরপ্রান্তে পর্ব্বতের পাদমূলে সুন্দর পুষ্পবিতান। সন্ধ্যাকাল। পশ্চাতে একপার্শ্বে হ্রদের জলে চন্দ্ররশ্মি খেলা করিতেছে। অন্যপার্শ্বে দেবমন্দিরে সন্ধ্যারতি সবেমাত্র শেষ হইয়াছে।

দীপক। (ছুটিয়া আসিয়া) জয়ন্তী, জয়ন্তী!

জয়ন্তী। (মন্দির হইতে বাহির হইয়া) কে?—দীপক?

দীপক। (সোৎসাহে) দেখ্‌বে এস,—দেখ্‌বে এস।

জয়ন্তী। কি দীপক?

দীপক। সে বল্‌ব না, তুমি এস, দেখ্‌বে এস—

জয়ন্তী। না বললে আমি যাব না,—কি দীপক?

দীপক। দেখ্‌বে এস, হ্রদের জলে নাইতে নেমে কেমন লুকোচুরি খেল্‌ছে!

জয়ন্তী। কে নাইতে নেমেছে?

দীপক। চাঁদ—চাঁদ!

জয়ন্তী। চাঁদ?—

দীপক। হাঁ, ওই আকাশের চাঁদ! ঢেউয়ের সঙ্গে মিশে মিশে ছুটে বেড়াচ্ছে। একটা চাঁদ যেন একশ হয়েছে, হাজার হয়েছে! ইচ্ছে কচ্ছে, ঝাঁপিয়ে পড়ে' তা'দের জড়িয়ে ধরি!

জয়ন্তী। না, না দীপক! চাঁদ কি কেউ কখনও ধর্‌তে পারে।

দীপক। পারে না?—তা'হলে?—

জয়ন্তী। চাঁদ দূর থেকে দেখ্‌তেই ভালো—তাকে ধর্‌তে নেই।

দীপক। দেখ্‌তেই ভালো,—ধরতে নেই!

জয়ন্তী। হাঁ দীপক!

দীপক। তবে এস,—দেখ্‌বে এস—

জয়ন্তী। এখনও আরতি শেষ হয়নি,—তুমি যাও। আমি এখনই আস্‌ছি। কিন্তু জলে ঝাঁপিয়ে পড়োনা যেন।

দীপক। না, না, তুমি যে বারণ কর্‌লে!

প্রস্থান

জয়ন্তী। হাঁ। মনে থাকে যেন! পাগল!

কিছুক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া মন্দিরে ফিরিতে উদ্যত হইল।

অরুণের প্রবেশ

অরুণ। জয়ন্তী!

জয়ন্তী। (ফিরিয়া) এসেছ? এত দেরী হ'ল যে?

অরুণ। নৌকা করে' এসেছি। বাতাস বড় বেগ দিয়েছে। চল, ওই লতাকুঞ্জে গিয়ে বসি—

জয়ন্তী। বাবা যদি ডাকেন?

অরুণ। কাছেই থাক্‌ব,—শুন্‌তে পেলে চলে আস্‌বে!

জয়ন্তীসহ প্রস্থান

গ্রাম্য-রমণীগণ মন্দির হইতে বাহির হইয়া গাহিতে লাগিল—

এ কি পুষ্পিত বন সুন্দর,—এ কি সুন্দর ফুলগন্ধ !
এ কি আকুল মলয়ে নব কিশলয়ে পুলক-শিহর মন্দ !
এ কি সোনালি স্বপন নয়নে জাগে,
চঞ্চল হিয়া কি অনুরাগে !
এ কি বিরহ-দুঃখ-সাগরে মগ্ন বিপুল মিলনানন্দ !
এ যে কাছে থাকা দূরে চলিয়া,
এ যে দূরে যাওয়া প্রিয় বলিয়া,—
এ কি বিচিত্র মধুর-কণ্ঠ-গীত সঙ্গীত ছন্দ ।

গানের সঙ্গে সঙ্গে সকলের প্রস্থান ।

অরুণ ও জয়ন্তীর প্রবেশ

জয়ন্তী । গান্ধর্ব্ব-বিবাহ ?—সে কি ?

অরুণ । কবে—কোন্ যুগান্তে—আত্মহারা গন্ধর্ব্বকুমার তা'র প্রিয়ার গলায় পরিয়ে দিয়েছিল রাগরক্তিম নবমালিকা। সেই স্মরণাতীত কাল হ'তে আজ পর্য্যন্ত মুগ্ধহৃদয়ের সেই আবেগভরা মাল্যদান প্রেমিকের কাছে হ'য়ে আছে অক্ষয় অমর !

মন্দির-প্রাঙ্গণে সোমনাথকে দেখাগেল

আজ আবার ফুলে ফুলে সেই অমল হাসি, অঙ্গে অঙ্গে ফুলের আভরণ,—বাতাসে সেই স্পর্শমাদকতা, আজ এস জয়ন্তী,—কাছে এস,—তোমার গলায় এই মিলন-মালা পরিয়ে দিয়ে সার্থক হোক্ আমাদের গান্ধর্ব্ব-বিবাহ !

সোমনাথ। অপেক্ষা! অপেক্ষা! (উভয়ে চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল) অপেক্ষা কর অরুণ—মুহূর্ত্তকাল মাত্র।

অরুণ। তোমার বাবা যদি বাধা দেন জয়ন্তী,—এস, তার আগেই এই মিলন-মালা তোমার-আমার মিলনকে অবিচ্ছিন্ন করে দিক্!

জয়ন্তী। না, না, তাঁকে আস্তে দাও।

সোমনাথ নামিয়া আসিলেন

সোম। অরুণ, আমার কন্যার পাণিগ্রহণ কর্বে তুমি,—সে আমার অপার আনন্দের কথা। গোপনে এই গান্ধর্ব্ব-বিবাহে আমাকে সে আনন্দ হ'তে বঞ্চিত কর্তে চাইছ কেন অরুণ?

অরুণ। অপরাধী আমি,—আমাকে ক্ষমা করুণ!

সোম। আনন্দ-পুত্তলী কন্যা,—স্নেহের মণিভাণ্ডারের সকল রত্ন নিঃশেষ করে' যার কোমল দেহখানিকে আবাল্য সাজিয়ে দিয়েছি!—একদিন অকস্মাৎ তা'কে পরের হাতে সঁপে দেওয়ায় কতখানি আনন্দ, আর তা'র সঙ্গে মিশে থাকে কতখানি চিন্তা,—কতখানি বেদনা! সে বেদনা পিতা সহ্য করে—দানের আনন্দে! সে আনন্দটুকু হ'তে আমাকে কেন বঞ্চিত কর্তে চাইছ অরুণ?

অরুণ। ক্ষমা—ক্ষমা!

নন্দা। আনন্দের উন্মাদনা কর্ত্তব্য ভুলিয়ে দিয়েছে বাবা! তার এই মুগ্ধতাকে আপনি ক্ষমা করুণ!

সোম। ক্ষমা! নন্দা, ক্ষমা কর্ব কা'কে? স্নেহ যে তার

অঞ্চল পরিপূর্ণ করে' রাখে ক্ষমা দিয়ে! ক্ষমার গর্ব্বে উল্লসিত হয়ে যখনই অপরাধীর পানে চাই নন্দা, তখনই দেখি, স্নেহ বহু-পূর্ব্বেই তা'র ললাটে পরিয়ে দিয়েছে—ক্ষমার তিলক!

অরুণ। এতই যদি ভাগ্যবান্ আমি, তবে হে স্নেহময়, অনুমতি করুণ—

সোম। অনুমতি? হাঁ! কিন্তু স্নেহ কি কর্ত্তব্য ভোলাবে অরুণ? অনুমতি দেব! কিন্তু তার আগে তোমাকে আমি কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। এস আমার সঙ্গে। যাও মা, মন্দিরে গিয়ে নির্ম্মাল্য নিয়ে এস।

সোমনাথ ও অরুণের প্রস্থান

নন্দা। চল সখি নির্ম্মাল্য নিয়ে আসি।

জয়ন্তী। কি হবে নন্দা?

নন্দা। যা' হবার তাই হবে। হবে তোমার বিয়ে। তবে গোপনে নয়—প্রকাশ্যে।

উভয়ে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইল। মাণিক পা টিপিয়া আসিয়া নন্দার আঁচল ধরিয়া টানিল—

মাণিক। কি বল?

নন্দা। কিসের?

মাণিক। কিসের? একই দিন, একই সময়, প্রভু আর আমি তোমাদের দুই সখীকে দেখতে পাই। প্রভুর আজ হবে

বিয়ে, আমার কি হবে তাই বল। এক যাত্রায় পৃথক ফল তো হ'তে পারে না। অনেকদিন ঘুরিয়েছ—আজ স্পষ্ট উত্তর চাই।

নন্দা। দেখ, চিরকাল যে কুমারী থাক্‌ব, এমন প্রতিজ্ঞা আমি করিনি। আর তুমি যখন এত ঘোরাঘুরি কর্‌ছ তখন তোমার উপর যে একটু দয়া হতে পারে না, এমন তো কোন কথা নেই। কিন্তু—(দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) কপাল মন্দ!

মাণিক। কপাল মন্দ? কেন?

নন্দা। তুমি বড় বেরসিক!

মাণিক। বেরসিক! —তোমার ও রসিকতা ফসিকতা আমার ভালো লাগে না।

নন্দা। তাইতো! তুমি যদি আর একটু রসিক হ'তে!

মাণিক। নাই-বা হলুম! তুমি তো বেশ রসিক আছ, —তবে আর কি!

নন্দা। তুমিও রসিক না হলে মিল্‌বে কেন?

মাণিক। ও মিল কোন কাজের মিল নয়। দুজনে একরকম হ'লে একঘেয়ে হয়ে ওঠে,—সুখ হয় না।

নন্দা। এ বড় স্বার্থপরের মতো কথা—

মাণিক। একেবারেই না।

নন্দা। বিয়ে করার মানেই হচ্ছে—একটা নতুন জগৎ গড়ে' নিয়ে তা'তে চক্ষু মুদে আরাম করা।

মাণিক। বাজে কথা। এখন কাজের কথা বল। আন্‌ব একটা

একটা—কি বলে ? ওই যে বল্‌লে,—গন্ধর্ব্বমালা ! আন্‌ব একটা ? দেবে আমার গলায় পরিয়ে ?

নন্দা। ওঃ মাণিক ! আর একটু—আর একটু রসিকতা !

মাণিক। বাজে কথা ছেড়ে দাও। বল হাঁ কিংবা না।

নন্দা। মাটি হয়ে গেল,—মাণিক, সব মাটি হয়ে গেল ! বিয়ের যা' কিছু মজা, সব ছিরকুটে গেল !

মাণিক। চালাকি রাখ,—বল হাঁ কিংবা না !

নন্দা। কি কাঠখোট্টা তুমি মাণিক !

মাণিক। ও সব কথা অনেক শুনেছি ! আজ তোমাকে বল্‌তে হবে,—হাঁ কিংবা না !

নন্দা। অমনভাবে জিজ্ঞাসা কর্‌লে আমাকে বল্‌তেই হবে—না !

মাণিক। তা'হলে সোজাসুজিই বলনা কেন যে—না !

নন্দা। কারণ, আমি বল্‌তে চাই—হাঁ !

মাণিক। কি মুস্কিল, তবে স্পষ্টই বলনা কেন যে—হাঁ !

নন্দা। উঃ কি বেরসসিক তুমি মাণিক ! বোঝনা যে স্ত্রীলোকের না'ই হচ্ছে—হাঁ !

মাণিক। না'ই হচ্ছে হাঁ ! তবে, হাঁর মানে কি—না ?

নন্দা। আহা-হা, মাণিক, রসিকতা, রসিকতা, অন্ততঃ একটুখানি—

মাণিক। ধুত্তোর রসিকতা,—না আর হাঁর তালগোল পাকিয়ে দিয়ে—আবার রসিকতা !

প্রস্থান

নন্দা হাসিতে লাগিল। জয়ন্তীর প্রবেশ

জয়ন্তী। নির্ম্মাল্য এনেছি নন্দা।—ওকি, অত হাস্‌ছিস্ যে ?

নন্দা বাহিরের দিকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া হাসিতে লাগিল

জয়ন্তী। কে ও ?

নন্দা। পাগল।

জয়ন্তী। পাগল তুইও তো কম ন'স ! ও, মাণিক বুঝি ?

নন্দা। না, দীপক ! (আবার হাসিল)

দীপকের প্রবেশ

দীপক। জয়ন্তী,—দেখে যাও—দেখে যাও—

জয়ন্তী। কি দীপক ?

দীপক। ছুটো হরিণ কেমন নেচে বেড়াচ্ছে ! বাঃ, কি সুন্দর সেজেছ তুমি আজ জয়ন্তী ! মনে পড়ে, আমিও তোমাকে এমনি ক'রে সাজিয়ে দিতুম। পুষ্পাভরণা তুমি, এই হ্রদ-তীরে, বিকশিত পুষ্পাস্তবকের মতো আমার কোলে ঢলে' পড়ে' কমনীয় বাহুবল্লরী জড়িয়ে দিতে আমার কণ্ঠে ! অপলক দৃষ্টি নিয়ে আমি তোমার মুখের পানে তাকিয়ে থাক্‌তুম ! দূর পাহাড়ের পারে কোন্ নিলাজ পাখী চেঁচিয়ে উঠ্‌ত চোখ গেল,—চোখ গেল ! সে চীৎকার শুনে দল বেঁধে ছুটে আস্‌ত হ্রদের জলের অগণ্য হিল্লোল ! খেয়ালী সমীরণ আমার মুখে-চোখে ছিটিয়ে দিত হাজার হাজার জলকণা !

জয়ন্তী। (সলজ্জে)—নন্দা, নন্দা !

নন্দা ! অতীতের সেই মধুর স্মৃতিকে আবার বিচিত্র রঙে রঞ্জিত করে' সখীকে আজ লজ্জিত করো না দীপক !

দীপক। লজ্জা ? ছেলেবেলা থেকে যে তোমাকে ভালোবেসেছে, আদর করেছে,—যে তোমাকে নিয়ে শত কল্পনা, শত স্বপ্ন রচনা করেছে, তোমাকে কেন্দ্র করে' যার সমস্ত জীবনটা গড়ে' উঠেছে, তা'র কাছে আজ তোমার কিসের লজ্জা জয়ন্তী ?

জয়ন্তী। ভুলে যাও,—দীপক, ভুলে যাও—

দীপক। ভুলে যাব ?

জয়ন্তী। ভুলে যাও। জীবনের প্রথম প্রভাতে যে সঙ্গীহারা বালিকা তোমার কোলে শুয়ে খেলা ক'রে তা'র ভাইয়ের অভাব বুঝ্‌তে পারেনি, তাকে নিয়ে যদি কোন কামনার জাল তোমার অন্তরে বুনে থাক,—সে জাল ছিঁড়ে ফেল !

দীপক। ছিঁড়ে ফেল্‌ব ?

জয়ন্তী। ভুলে যাও সে কল্পনা, ভুলে যাও সে স্বপ্ন, ভুলে যাও—

দীপক। ভুলে যাব ? জয়ন্তী ! সমস্ত জীবনের রচিত একটা কাহিনী,—আজ এক নিমেষে, শুধু একটা মুখের কথায় ভুলে যাব ?

নন্দা। তুমি যাকে ভালোবাস দীপক,—তার সুখেই তোমার সুখ ! আজ তোমার বেদনা দিয়ে সখীর বিবাহ-উৎসবকে ম্লান করোনা !

দীপক। বিবাহ-উৎসব ? কার বিবাহ ?

নন্দা। আজ যে সখীর বিবাহ হবে দীপক!

দীপক। তাই না কি?

নন্দা। মুহূর্ত্ত পরেই জয়ন্তীর সম্প্রদান হবে—

দীপক। না, না! ও, তাই বুঝি বলেছিলে জয়ন্তী, চাঁদ শুধু দূরে থেকে দেখাই ভালো, তাকে ধর্‌তে নাই!

জয়ন্তী। আশীর্ব্বাদ কর দীপক, যেন আমি সুখী হই।

দীপক। আশীর্ব্বাদ! অন্তরে আমার চিরদিন সঞ্চিত আছে জয়ন্তী,—তোমার জন্য শুধু অফুরন্ত আশীর্ব্বাদ! কিন্তু কে সে—কে সে ভাগ্যবান্?

নন্দা। তুমি তাকে চিন্‌বে না দীপক! অবন্তীর শীলভদ্রের পুত্র—অরুণদেব!

দীপক। অরুণ? দেখেছি আমি তাকে। প্রায়ই সে সন্ধ্যাকালে হ্রদের জলে নৌকা ভাসিয়ে এই দিকেই আসে!

নন্দা। সখী তা'কে ভালোবাসে।

দীপক। ভালোবাসে? জয়ন্তী! রূপবান্ সে, রূপের আলোয় সে তোমার চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়েছে! ধনবান্ সে—ঐশ্বর্য্যের মোহে সে তোমাকে মুগ্ধ করেছে। কুহকী সে, ভালো-বাসার অভিনয়ে সে তোমাকে ভুলিয়েছে! কিন্তু সত্যই কি,—সত্যই কি সে ভালোবাসে!

নন্দা। এখনই তিনি এসে পড়বেন। আর—

দীপক। আর আমার এখানে থাকা উচিত নয়,—আমি চলে যাব। চাঁদকে ধর্‌তে নেই—তা'কে দূরে থেকেই দেখ্‌তে

হবে ! আমাকে যেতে হবে ! কিন্তু কেন ? কেন যাব ? কে সে ? কিসের জোরে সে আমার জয়ন্তীকে ছিনিয়ে নেবে ? সে কি আমার চেয়েও বেশী ভালোবাসে ? আমার চেয়েও ?
--না, আমি যাব না !

নন্দা। দীপক, অনুরোধ—

দীপক। না, না, চলে এস জয়ন্তী,—এই প্রলোভনময় হৃদয়-হীনতার বাইরে,—চলে এস আনন্দের আলোক-রঞ্জিত কুঞ্জে ! এস,—চলে এস ! প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত দুটি হৃদয়, প্রেমের রূপাঞ্জন চক্ষে, প্রেমের সঙ্গীতময়ী বাণী কণ্ঠে,—চলে যাই আমরা দূরে—অতি দূরে,—

বাসন্তীকে ধরিতে উদ্যত। মাণিক আসিয়া বাধা দিল

মাণিক। দূরে দাঁড়াও অভদ্র—

দীপক। তুমি দূরে দাঁড়াও অত্যাচারী। আমার জয়ন্তীকে তোমরা আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিতে এসেছ। এস জয়ন্তী,—চলে যাই আমরা দূরে—(ধরিতে গেলে মাণিক বাধা দিল।)

মাণিক। অপরের বাক্‌দত্তা স্ত্রীর গায়ে হাত দিতে সাহস আছে লম্পট—

দীপক। লম্পট !

জয়ন্তী। মাণিক, মাণিক,—কি করছ তুমি ?

মাণিক। বুঝি নাই শ্রেষ্ঠী-কন্যা—কোনটি সত্য ! সত্য এই

বিগত প্রেমের গোপন কাহিনী,—কিংবা সত্য আমার প্রভুকে সেই বাক্যদান !

নন্দা। বোঝবার শক্তি থাকা চাই !

মাণিক। চোখে যা' দেখছি, তাও বুঝ্‌ব না, এতবড় মুর্খ আমি নই নন্দা ! আমি জীবিত থাকতে আমার প্রভুর বাগদত্তা স্ত্রীর গায়ে হাত দেবে অপরে, প্রভুর এ অপমান আমি সইতে পার্‌ব না। বেশ, আমি তাকে জানাচ্ছি—

জয়ন্তী। মাণিক, মাণিক, মিথ্যা সন্দেহে আমার সর্ব্বনাশ করো না।

মাণিক। মিথ্যা ! তবে চ'লে যাও যুবক,—কুৎসিৎ প্রেমের কথায় পুরনারীর অমর্য্যাদা করো না !

দীপক। জয়ন্তীর মর্য্যাদা তুমি আমাকে শিখিয়ো না অনধিকারি ! আমার জয়ন্তী। আমি তা'কে নিয়ে যাব এ আবর্জ্জনার ভিতর থেকে দূরে—

মাণিক। যাও যমপুরে—

দীপককে লইয়া প্রস্থান

জয়ন্তী। মাণিক ! কর কি ! নন্দা, মাণিককে বুঝিয়ে বল্‌ ! মাণিক—

নন্দাসহ প্রস্থান। অন্যদিক দিয়া সোমনাথ ও অরুণের প্রবেশ

সোম। এখনও বিবেচনা কর অরুণ ! ধনী তুমি, অভিজাত তুমি, জয়ন্তী দরিদ্র-কন্যা। না আছে তার ঐশ্বর্য্য, না আছে তার আভিজাত্য ! তাকে বিয়ে করে' তুমি চিরকাল সন্তুষ্ট থাকতে পার্‌বে তো ?

অরুণ। বিশ্বাস করুণ, আমি প্রতারক নই। জয়ন্তী আমার কাছে দেবী। আপনার আশঙ্কার কোন কারণ নেই।

সোম। কিন্তু, তোমার মা। তিনি তো অসন্তুষ্ট হবেন না? দরিদ্রের কন্যাকে তিনি সস্নেহে গ্রহণ কর্‌তে পার্‌বেন তো?

অরুণ। নিশ্চয়ই। আপনি তাঁকে জানেন না—

সোম। অরুণ, একমাত্র কন্যা আমার। এই নিঃসম্বল মৃত্যু-পথ-যাত্রীর একমাত্র শেষ অবলম্বন। আমার নয়নের মণি তুমি নিয়ে যাবে—

অরুণ। না, না, এখন আমি তাকে নিয়ে যেতে চাই না। এখন সে আপনার কাছেই থাকবে!

সোম। কেন? এ কথা বল্‌ছ কেন?

অরুণ। মাকে আমি এখনও এ বিয়ের কথা বলিনি। সুযোগ মত তাঁকে বলে' আমি জয়ন্তীকে নিয়ে যাব।

সোম। বলনি কেন?

অরুণ। যদি তিনি অসম্মত হ'ন—সেই ভয়ে!

সোম। ও। তবে অরুণ, তোমার সঙ্গে আমি বিয়ে দিতে পারি না।

অরুণ। সে জন্য আপনার—

সোম। না, না, তা' হতে পারে না!

অরুণ। বিশেষ কোন কারণে এ কথা আমি এখন তাঁকে বল্‌তে পাচ্ছি না। কিন্তু—

সোম। কি কারণ?

অরুণ। ক্ষমা করুণ, আপনাকেও আমি তা বল্‌তে পারব না। তবে, আমার স্ত্রীকে কখনও তিনি অনাদর কর্‌বেন না, এ কথা নিশ্চিত।

জয়ন্তী ও নন্দার প্রবেশ

সোম। অরুণ, বৃদ্ধ হ'য়েছি। সংসারের অনেক দেখেছি, ঠেকেছি, শিখেছি। তোমার মা যদি মনে-মনেও অসন্তুষ্ট হন,—আমার কন্যা চিরদিন অশান্তি ভোগ কর্‌বে। না, এ বিয়ে অসম্ভব।

অরুণ। মায়ের একমাত্র সন্তান আমি—

সোম। না, না আর কোন কথা নয়। এ বিয়ে হ'তে পারে না। আর কখনও তুমি আমার মেয়ের সঙ্গে দেখা করো না।

জয়ন্তী। নন্দা! (কাঁদিয়া উঠিল।)

সোম। একি! কাঁদ্‌ছিস্! তাইতো! নন্দা, কি করা যায়! জয়ন্তী কাঁদ্‌ছে! নন্দা, কথা কচ্ছিস্ না যে!

নন্দা। আমি আর কি বল্‌ব? কিন্তু, মাকে সন্তুষ্ট করতে না পার্‌লে ওঁর নিজের জীবনই যে হ'য়ে উঠবে—বিষময়। তা'কি উনি জানেন না?

অরুণ। নিশ্চয়ই। মায়ের কাছ থেকে আমার কোন আশঙ্কা নেই। আপনি যেমন জয়ন্তীর পিতা, তিনিও তেম্‌নি আমার মা।

সোম। বেশ। আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তোমাকে শপথ কর্‌তে হ'বে।

অরুণ। বলুন—কি শপথ কর্‌তে হ'বে!

সোম। সদ্বংশের সন্তান তুমি,—বিশ্বাস করি, তোমার শপথ কখনও ভঙ্গ হবে না। শপথ কর—

অরুণ। বেশ বলুন। জয়ন্তীর জন্য আমি যে-কোন শপথ কর্‌তে প্রস্তুত আছি।

সোম। জয়ন্তী, কাছে আয় মা। অরুণ, আমার কন্যাকে তোমার হাতে দিচ্ছি। ঈশ্বর সাক্ষী, কোন রকমে তুমি তার মনে কষ্ট দিয়ো না। শপথ কর। বল,—আমার মৃত পিতার নামে শপথ কর্‌ছি—

মাণিকের প্রবেশ

অরুণ। আমার মৃত পিতার নামে শপথ কর্‌ছি—

সোম। ধর্ম্মের নামে শপথ কচ্ছি—

অরুণ। ধর্ম্মের নামে শপথ কচ্ছি—

সোম। ঈশ্বরের নামে শপথ কচ্ছি—

অরুণ। ঈশ্বরের নামে শপথ কচ্ছি—

সোম। জয়ন্তী যতদিন জীবিত থাক্‌বে—

অরুণ। জয়ন্তী যতদিন জীবিত থাক্‌বে—

সোম। অন্য নারীকে ততদিন বিবাহ কর্‌ব না—

মাণিক। না, না, এ শপথ করা হবে না!

নন্দা। (ক্রুদ্ধস্বরে) মাণিক!

জয়ন্তী। (বাষ্পরুদ্ধস্বরে) মাণিক! মাণিক!

সোম। এর অর্থ কি মাণিক? অর্থ কি অরুণ?

মাণিক। না, না, এ শপথ কর্‌তে পারবেন না!

দীপকের প্রবেশ

দীপক। ভণ্ড, মিথ্যাচারী, এম্‌নি করে' তোমরা প্রতারিত কর্‌তে এসেছ! চলে এস জয়ন্তী,—চলে এস ওই প্রতারকের কাছ হ'তে।

মাণিক। চলে যান প্রভু,—এ বিয়েতে কাজ নেই!

সোম। দীপক, এ কি আচরণ তোমার?

দীপক। এ কি আচরণ তোমার বৃদ্ধ! কা'র হাতে তুমি জয়ন্তীকে তুলে দিতে যাচ্ছ? ধর্ম্মের নামে শপথ করে' যে তাকে নিতে চায় না, তুমি যাচ্ছ জয়ন্তীকে তার খেয়ালের দাসী করে' দিতে?

অরুণ। শপথ কচ্ছি আমি, জয়ন্তী যতদিন জীবিত থাক্‌বে—

মাণিক। না—না—

অরুণ। অন্য নারীকে ততদিন আমি বিবাহ কর্‌ব না!

মাণিক ব্যস্তভাবে বারণ করিবার ভঙ্গীতে অগ্রসর হইতেছিল, নন্দা ক্রুদ্ধ ভাবে তাহার সম্মুখে আসিয়া অধরে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইল। দীপক প্রস্তর মূর্ত্তির মতো দাঁড়াইয়া রহিল। মধ্যস্থলে সস্মিত অরুণের করে কর রাখিয়া জয়ন্তী দীপকের দিকে চাহিয়া রহিল। পশ্চাতে সোমনাথ উভয়ের মস্তকে হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

যবনিকা

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

এক সপ্তাহ পরে। অপরাহ্ণ কাল, অরুণের গৃহসংলগ্ন উদ্যানে লীলা একাকী গান করিতেছিল।

গান

হে সুদূর, ওগো মোর পরাণপ্রিয়!
মোর মনের বনে ফুট্‌লে কুসুম
তুমি তার মুখ রাঙিয়ো।
জোছনা চাঁদিনী রাতে
ঘুমালে আঙিনাতে,—
তুমি তার নয়ন ভরি'
সোহাগের স্বপন দিয়ো।

মহামায়ার প্রবেশ

মহামায়া। লীলা, এক্‌লাটি রয়েছ মা! অরুণ কোথায়?

লীলা। তা'তো জানি না।

মহা। এখানে আসে নি? অদ্ভুত ছেলে! হ্যাঁ, আগামী শুক্ল পঞ্চমীতে তোমাদের বিয়ে দেব স্থির করেছি। তোমার কোন অমত নাই তো মা?

লীলা। আমার মতামত কি মা! বাবা মৃত্যুর সময় আপনার হাতে আমাকে দিয়ে গেছেন। আপনি যা' ভালো বুঝ্‌বেন, তাই কর্‌বেন।

মহা। বেশ! বেশ! অরুণ গেল কোথায়? তোমার সহচরীরাই বা গেল কোথায়? (পিছন দিয়া ভৃত্য ফুল লইয়া যাইতেছিল,—তাহাকে) ওরে, অরুণ কোথায় জানিস?

ভৃত্য। নাট-মন্দিরে। তাঁর বন্ধু কুমারদেব এসেছেন, তার সঙ্গে কথা কইছেন।

প্রস্থান

লীলা। কে এসেছে? কুমার?

সাগ্রহে প্রস্থানোদ্যত

মহা। দাঁড়াও লীলা। ওদের আমি এখানেই নিয়ে আস্‌ছি। ঐ তোমার সহচরীরা আস্‌ছে। ততক্ষণ ওদের নিয়ে তুমি আনন্দ কর। কেমন? (যাইতে যাইতে) কুমার আবার কোথা থেকে এসে জুট্‌ল? কি মুস্কিল!

প্রস্থান

সখীদিগের প্রবেশ ও গান

ওগো ফুরফুরে মলয় যদি ফুল বাগানে বয়,
ফোটা ফুলের গন্ধ কি সই ফুলের ভিতর রয়?
কোন্ ফাঁকে যে চম্‌কা দোলে
ফুল কুমারী ঘোম্‌টা খোলে,
নির্লাজ সুখে লুটিয়ে কোলে মনের কথা কয়,—
নিরালায় মনের কথা কয়!
পরশ নেশায় পরাণ ভরে,
চুম্বনে মন কেমন করে,—
রঙিন্ হাসির ঝরণা ঝরে সারা কানন ময়,
সোহাগে সারা কানন ময়!

লীলা। থাম্‌লি কেন ? আর কি কি হয়,—বলে' ফেল্‌!

সখী। ভরা যৌবনের দৌরাত্মি বাড়ে, বুক-চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেঁৎ করে' বেরিয়ে পড়ে, উচ্ছ্বসিত গান হঠাৎ অস্থায়ীতে থেমে যায়। আর—

লীলা। আর কাজ নেই ভাই কবিত্বে। দয়া করে আমাকে একটু একা থাক্‌তে দে!

সখী। বাপ্‌রে! তাও কি কখনো হয়? এই বয়সে একা'!

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। দেবি, মা আপনাকে ডাক্‌ছেন—

লীলা। কোথায় ?

ভৃত্য। নাট-মন্দিরে।

লীলা। এই যে বল্‌লেন, এখানেই আস্‌বেন।

ভৃত্য। ওঁরা ওখানে বসে গল্প কর্‌ছেন, আপনাকেও যেতে বল্‌লেন।

লীলা। ও। তুই যা, আমি যাবনা।

ভৃত্যের প্রস্থান

চালাকি! আমি যেন বন্দিনী! সকলের সাম্‌নে ছাড়া কুমারের সঙ্গে আমি দেখা কর্‌তে পাব না। কেন ?

সখী। কুমারদেব এসেছেন ? কখন ?

লীলা। যা, যা, আমায় বিরক্ত করিস না।

সখী। তাই বল।

সখীদের গান

কেমন করে' পর্‌বি গলায় প্রণয়ের এই মনচোরা হার !
বাজে বুকে লাজের কাঁটা, দরদী তোর মন চেনা ভার !
নীল-সায়রে ঢেউ লেগেছে,
সরম টুটে সুখ জেগেছে,—
হাল্‌কা হাওয়ায় এলিয়ে পড়ে চিকণ শাড়ীর আঁচল ভার।
রাঙা ঠোঁটে ফুলের হাসি,
কানে কানে গোপন বাঁশী,
চোখে চোখে ফুলঝুরি আর প্রাণে প্রাণে প্রেম-অভিসার ॥

লীলা। তোদের কাছে মিনতি কচ্ছি, আমায় একা থাক্‌তে দে !

সখীদের প্রস্থান

অরুণের প্রবেশ

অরুণ। লীলা, কুমার এসেছে ।

লীলা। জানি ।

অরুণ। দেখা কর্‌লে না ?

লীলা। না।

অরুণ। সে কি, এই পাঁচ বছরেই তাকে ভুলে গেলে ! অথচ, আমাদের সমস্ত শৈশবটাই তো তার সঙ্গে কেটেছে লীলা !

লীলা। এখন তো আর সে শৈশব নেই।

অরুণ। তাই যদি হয়, সে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ! তার সঙ্গে দেখা করায় দোষ কি ?

লীলা। তাই না কি ?

অরুণ। নিশ্চয়ই।

লীলা। বেশ, হুকুম যখন পেয়েছি, তখন যাই। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) সঙ্গে প্রহরী দাও।

অরুণ। প্রহরী ?

লীলা। মা বোধ হয় সেখানে আছেন ?

অরুণ। হাঁ।

লীলা। ও, তবে আর কি ! প্রহরী তো আছেই !

প্রস্থান

অরুণ। আশ্চর্য্য ! আমার বিশ্বাস ছিল, লীলা কুমারকে ভালোবাসে। কিন্তু—

মাণিকের প্রবেশ

এই যে মাণিক ! খবর কি ? ওখান থেকে ফিরে এলে ?

মাণিক। হঁ্যা। খবর মন্দ নয়। মেয়েটা খালি কাঁদ্‌ছে আর কাঁদ্‌ছে !

অরুণ। তা' জানি। জয়ন্তী আমাকে ছাড়া আর কিছুই জানে না। আমাকে দেখে যে তার কি আনন্দ, তা' সে বল্‌তেও পারে না। তার বিস্ফারিত চক্ষুদুটি, তার আরক্ত গণ্ডস্থল, তার বল্‌তে-গিয়ে-বেধে-যাওয়া ভাষা আমার মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে তার আনন্দের ইতিহাস উন্মুক্ত ক'রে। আমি বিভোর হ'য়ে থাকি।

মাণিক। মা'কে বলে' এখানে নিয়ে আসুন না।

অরুণ। সেই তো সমস্যা! মা লীলার সঙ্গে আমার বিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন। কি করে' তাঁকে আমি এখন একথা জানাই। আজ কুমার এসেছে। লীলাকে সে খুব ভালোবাস্‌ত। তার সঙ্গে যদি লীলার বিয়ে দেওয়াতে পারি, তা'হলে সব গোলমাল চুকে যায়।

মাণিক। এঁরা এদিকে কেঁদে কেটে অস্থির হয়েছেন। সেই যে বিয়ে করে' চলে এসেছেন, তারপর এক সপ্তাহ কেটে গেল, একটিবারও গেলেন সেখানে!

অরুণ। যেতে পারলুম কই। আজ নৌকা ঠিক রেখো—রাত্রে সকলে ঘুমুলে আমরা রওনা হব।

মাণিক। বেশ, সব ঠিক থাক্‌বে। (প্রস্থানোদ্যত) হাঁ, ভালো কথা, একখানা চিঠি দিয়েছিলেন আপনাকে। কোথায় রাখ্‌লাম। (খুঁজিতে লাগিল)

কুমারের প্রবেশ

কুমার। অরুণ! এই যে মাণিক। ভালো আছ মাণিক?

মাণিক। আজ্ঞে হাঁ। যে-টুকু দুঃখ ছিল, এইবার আপনি এসেছেন,—আর কোন দুঃখই থাক্‌বে না। (অরুণকে অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করিয়া) কি বলেন?

কুমার। (হাসিয়া) তাই নাকি? মাণিক তোমাকে বড় ভালোবাসে অরুণ! ছায়ার মতো তোমার সঙ্গে ফেরে!

মাণিক। ছায়া! এমন একটা জলজ্যান্ত মানুষকে আপনি বল্‌লেন ছায়া। এই দেখুন আমি কথা বল্‌ছি,—ছায়া কি কথা বলে? এই দেখুন আমি হাঁ, কর্‌ছি,—ছায়া কি হাঁ করে?

কুমার। করে বই কি? শোননি, ভূতের হাঁ,—মূলোর মতন দাঁত, ভাঁটার মতন চোখ—

মাণিক। আমি কি ভূত নাকি?

কুমার। না, অদ্ভুত।

মাণিক। (হো হো করিয়া হাসিয়া) শুনুন কথা, আমি নাকি অদ্ভুত!

অরুণ। তুমি তো জানো কুমার। মাণিক আমার দাই-মার ছেলে। ছেলেবেলা থেকে আমরা একসঙ্গে মানুষ হয়েছি। কৈশোরে একদিন খেল্‌তে খেল্‌তে কি একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে আমাদের ঝগড়া হয়। মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় আমি ওকে পাহাড়ের উপর থেকে হ্রদের জলে ফেলে দিই!

মাণিক। তা'তে হয়েছে কি? সেইজন্য এখনও ওঁর দুঃখ হয়। (হাসিয়া) শোন কথা। কেন? আপনার জন্য আমি মর্‌তে পারিনা? একই মায়ের দুধ খেয়ে আমরা বড় হয়নি? আমার এই—এই পিঠ্‌টাকে ভেঙ্গে দিয়ে যদি আপনার আনন্দ হয়—পারেন না দিতে? দিন্‌ না, আসুন না। (রসিকতার হাসি হাসিয়া) উঃ তা' পার্‌বেন না! (সহসা গম্ভীর হইয়া) মশাই, দেখ্‌তেন যদি, কেমন দিনের পর দিন

সে সময় উনি আমার কাছে বসে' গায়ে হাত বুলিয়েছেন! কি রকম করে' আমার বুকের উপর ঝুঁকে পড়ে চোখের জল ফেলেছেন! আঃ—

অরুণ। মাণিক, যাও এখন—

মাণিক। কেন? লজ্জা করে বুঝি নিজের গুণ শুন্‌তে! (উচ্চহাস্য) মশাই, শুন্‌বেন,—আর একদিন বল্‌ব —গোপনে।

হাসিয়া প্রস্থান

কুমার। অরুণ, একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব। সত্য কথা বলো,—লীলাকে তুমি ভালোবাস।

অরুণ। কেন জিজ্ঞাসা কচ্ছ বন্ধু?

কুমার। জিজ্ঞাসা কচ্ছি, কারণ আমি জানি, তুমি আমার কাছে কিছু লুকোবে না। শৈশব হতে আমরা একসঙ্গে খেলেছি, পড়েছি। উভয়ের সুখদুঃখের কথা শুনে উভয়ে হেসেছি, কেঁদেছি! এই যে কয় বৎসর আমি বিদেশে ছিলাম,— আমার বিশ্বাস, যে দূরত্বে, যে বিচ্ছেদে, আমাদের বন্ধুত্ব বন্ধন শিথিল হয়নি, বরং দৃঢ়তর হয়েছে। তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা প্রবল হ'তে প্রবলতর হয়েছে।

অরুণ। আমার কি হয়নি কুমার? যে বন্ধুত্ব তোমার আমার মধ্যে সকল ব্যবধান বিদূরিত করে' আমাদের অভিন্ন করে' দিয়েছিল, আজও তা তেম্‌নিই আছে। তুমি জিজ্ঞাসা কর্‌ছ, লীলাকে আমি ভালোবাসি কি না? আমি —

মহামায়ার প্রবেশ

মহা। আমি তা'র উত্তর দিচ্ছি কুমার—

অরুণ। মা!

মহা। কুমার, তোমার বন্ধুর সঙ্গে লীলার বিয়ের সমস্ত স্থির হয়ে গেছে। তোমাদের গোপন কথার ভিতর আমাকে কথা বল্‌তে হ'ল বলে' কিছু মনে করো না। তবে, ছেলের বিয়ের শুভসংবাদটা তা'র বন্ধুকে জানানোর আনন্দের লোভটুকু ছাড়্‌তে পার্‌লাম না।

কুমার। কিন্তু মা, একটা কথা —

মহা। বল।

কুমার। এঁরা দু'জন দু'জনকে—বেশ ভালোবাসে তো?

মহা। না বাস্‌বার তো কোন কারণ দেখিনা। দেখ কুমার, তুমি অরুণের অনেক দিনকার বন্ধু। তোমার কাছে আমাদের সংসারের গোপনীয় কথা বল্‌তে আমার বাধা নেই। তুমি জানো, আমার স্বামীর অতিরিক্ত খরচের ফলে আমাদের সমস্ত সম্পত্তি বাঁধা পড়ে। লীলার বাবা মারা যাওয়ার সময় লীলাকে আমার হাতে দিয়ে যান। তাঁর সমস্ত সম্পত্তির লীলাই একমাত্র উত্তরাধিকারী। তার সঙ্গে অরুণের বিয়ে হ'লে—আমাদের সব কিছুই রক্ষা হ'তে পার্‌বে। তা' ছাড়া এদের দু'জনে দু'জনকে বেশ ভালোবাসে।

অরুণ। না কুমার, লীলা আমার চেয়ে তোমাকেই বেশী ভালোবাসে। সত্যি বল্‌ছি। তুমি দেখো'—এই যে লীলা!

লীলার প্রবেশ

লীলা। আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন ?

কুমার। হাঁ, কতদিন পরে এলাম,—তোমায় দেখ্‌তে পাইনি, তাই—

লীলা। কি বল্‌বেন,—বলুন।

কুমার। কি বল্‌ব লীলা ! তুমি এত ব্যস্ত রয়েছ জান্‌লে—

অরুণ। না, না, ব্যস্ত কিসের ? চল আমরা হ্রদের দিকে একটু ঘুরে আসি। এস লীলা—

লীলা ও কুমারসহ প্রস্থান

মহা। অরুণ, একটা কথা—

অরুণ। (নেপথ্য হইতে) আস্‌ছি মা—এখনই আস্‌ছি—

মহা। আঃ কি পাগল ছেলে বাবা,—একটু দাঁড়াও লীলা, তোমাকে একটা কথা বলে দিই—

প্রস্থান

অপর দিক্ হইতে মণিদত্ত ও ভৃত্যের প্রবেশ

মণি। কই, কেউ নেই তো এখানে—

ভৃত্য। এইখানেই তো ছিলেন সব।

মণি। হাঁ, অরুণের সঙ্গে নাকি লীলার বিয়ে হচ্ছে ?

ভৃত্য। আজ্ঞে, তাই তো শুন্‌ছি।

মণি। কবে বিয়ে ?

ভৃত্য। খুব শিগ্‌গিরই হবে শুন্‌ছি !

মণি। বেশ, বেশ। দেখতো কাউকে পাও নাকি—

ভৃত্যের প্রস্থান

মণি। হুঁ, বিয়ে হবে! লীলার অগাধ পয়সা। মতলব, তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে সম্পত্তি ছাড়িয়ে নেবে। আচ্ছা, দেখা যাক্—

মহামায়ার প্রবেশ

মহা। আপনি এখানে?

মণি। বিশেষ প্রয়োজনে আপনার সঙ্গে একবার দেখা কর্‌তে এসেছি!

মহা। বলুন!

মণি। আপনি যে বড় ব্যস্ত হয়ে পড়্‌লেন দেখ্‌ছি। পাওনাদার দেখলে সকলেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে—কেন বলুন তো?

মহা। আপনার কি বল্‌বার আছে,—তাই বলুন!

মণি। আপনাকে বিরক্ত কর্‌তে আমি আস্‌তাম না। তবে—

মহা। ভণিতা রাখুন,—কি বল্‌বেন বলুন।

মণি। দেখুন, টাকা ধার দিয়েছি বলে' আমি তো একেবারে পাষাণ নই! অপ্রিয় কথা বল্‌তে আমারও যে বাধে!

মহা। আমার শুন্‌তে একেবারেই বাধ্‌বে না। বলুন—

মণি। আশ্বস্ত হ'লাম। তা'হলে বলেই ফেলি। জানেন বোধ হয়, আপনাদের বন্ধকী দলীলের মেয়াদ উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। চক্ষুলজ্জায় এতদিন কিছু বল্‌তে পারিনি। কিন্তু দেখ্‌ছি,—আপনার সে দিকে কোন খেয়াল-ই নেই! তাই আমি ধর্ম্মাধিকারের কাছে বন্ধকী সম্পত্তি অধিকারের প্রার্থনা করেছি।

মহা। না, না। আর কিছুদিন—অন্ততঃ একটা মাস আপনি অপেক্ষা করুন। তা'র ভেতরেই আপনার দেনা আমি শোধ করে দেব।

মণি। কি করে' কর্‌বেন, শুনি। হঠাৎ কোন গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছেন না কি ?

মহা। যে করেই করিনা, তা'তে অবশ্যক কি ?

মণি। কিছু না। তবে, একটা কথা বলি,—ও সব আকাশ-কুসুম ছেড়ে দিন দেবি !

মহা। আকাশ-কুসুম ?

মণি। তা' বই কি। লীলার সঙ্গে আপনার ছেলের বিয়ে দিয়ে আমার দেনা শোধ করবেন,—এই মতলব করেছেন তো ?

মহা। যদি তাই হয় !

মণি। যদি তাই হয়, তা'হলে মরীচিকার পিছনে আপনি ছুট্‌ছেন।

মহা। মরীচিকার পিছনে ছুটছি ?

মণি। নিশ্চয়। কারণ, আপনার ছেলে তাকে বিয়ে কর্‌বে না, তার আর একটি প্রণয়িনী আছে।

মহা। কি ! অসম্ভব। এমন দুর্ণাম রটনা করে'—

মণি। কি কর্‌ব দেবি, আমার অদৃষ্ট। আশার মোহে আপনি ভুল্‌তে পাবেন,—আমি পারি না। সন্ধান নিয়ে দেখ্‌বেন, আপনার পুত্র প্রত্যহ হ্রদের ওপারে কোথায়ও

যাতায়াত করে কি না। স্ত্রীলোক-ঘটিত ব্যাপার না থাক্‌লে, যাতায়াতটা প্রতি সন্ধ্যায় নিশ্চিত হ'য়ে উঠ্‌ত না!

মহা। আপনি কি করে' জান্‌লেন?

মণি। বাতাসে খবর মেলে দেবি। এসব কথা চাপা থাকে না। বিশেষতঃ যাদের সঙ্গে এ রকম একটা দেনা-পাওনার সম্বন্ধ আছে, তাদের খোঁজখবর একটু আধ্‌টু আমাকে রাখ্‌তে হয় বই কি!

মহা। আপনার কাছে ঋণী বলে' আপনি আমাদের অপমান কর্‌তে চান?

মণি। অবিশ্বাস হয়, বেশ তো! লীলাদেবীর সঙ্গেই বিয়ে দেবেন। তবে সেটা কালই দেওয়া চাই। কেননা, ধর্ম্মাধিকারের আদেশ-পত্র এখানে এসে বিয়ের নিমন্ত্রণ নিয়ে ফিরে যাবে না!

মহা। কালই? আপনি কি আমাদের সর্ব্বনাশ কর্‌বেন?

মণি। কি করব দেবি! টাকাটা আদায় না হ'লে আমারও তো সর্ব্বনাশই হবে!

মহা। আদায় হবে না কেন? আর কিছুদিন সময় দিন!

মণি। অতখানি উদারতা দেখাবার আমার কি কারণ থাকৃতে পারে দেবি?

মহা। বেশ, আপনি না দেন, আমি ধর্ম্মাধিকারের কাছে প্রার্থনা কর্‌ব।

মণি। তা'তেও কোন ফল হবে না দেবি! টাকা আদায়ের

বিশেষ কোন সম্ভাবনা না দেখলে, ধর্ম্মাধিকার সময় দিতে পারেন না! অধিকন্তু, প্রকাশ্য বিচারালয়ে আপনার পুত্রের প্রেমকাহিনী প্রচার হবে, এই মাত্র!

মহা। আচ্ছা, আপনি জানেন যে কাল টাকা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব,—তথাপি আপনি তারই জন্য পীড়ন কচ্ছেন। এর উদ্দেশ্য কি?

মণি। উদ্দেশ্য মহৎ। আপনাকে দুর্গতি থেকে বাঁচানো।

মহা। আমি আপনাকে মিনতি কচ্ছি—

মণি। কাকুতি-মিনতির আবশ্যক কি দেবি! আমি আপনাকে সোজা রাস্তা বলে' দিচ্ছি। আপনার ছেলে লীলাকে বিয়ে করবে না, এ আমি নিশ্চয় জেনেছি। বিশ্বাস না হয়, আপনিও খবর নিয়ে দেখতে পারেন। তা'র চেয়ে এক কাজ করুণ!

মহা। বলুন—

মণি। আমার প্রস্তাবে রাজি হ'লে আপনার সকল দিক রক্ষা হবে। আপনার সম্পত্তিও আমি ফিরিয়ে দেব, আর আপনার ছেলেও স্ফুর্ত্তি করে বেড়াতে পারবে।

মহা। কি প্রস্তাব, বলুন!

মণি—আমার এমন কিছু বয়স হয়নি। তা' ছাড়া পুরুষ মানুষ কোন বয়সেই বুড়ো হয় না—

মহা। আপনার এ সব কথার অর্থ কি?

মণি। বল্‌ছিলাম কি,—যা শত্তুর পরে পরে! আমার সঙ্গেই লীলার বিয়ে দিন্ না! তা'হলে—

মহা। অসভ্য, বর্ব্বর,—দাঁড়াও, তোমার এ ধৃষ্টতার শাস্তি আমার ছেলে দেবে! অরুণ, অরুণ—

অরুণ। (নেপথ্যে) যাই মা!

মণি। নিজেই ঠক্‌বে দেবি!

অরুণ, কুমার ও লীলার প্রবেশ

মণি। এই যে লীলাদেবী।

অরুণ। কি মা?

লীলা। (মণিদত্তকে) কিছু বল্‌বেন আমাকে?

মণি। বল্‌ছিলাম কি—(মহামায়ার দিকে চাহিল)

মহা। (অরুণকে) মণিদত্ত এসেছেন,—তাই ডাক্‌ছিলাম!

মণি। (লীলাকে) বল্‌ছিলাম কি,—বেশ ভালো আছ। বেশ বড়োটি হয়েছ তো!

লীলা। ভালো আছি।

অরুণ। (মণিদত্তকে) আমার সঙ্গে কোন কথা আছে?

মণি। না, না, অনেক দিন দেখিনি, তাই মনে করলাম একবার দেখে যাই!

অরুণ। আচ্ছা, নমস্কার। আমার একজন বন্ধু এসেছেন, তাকে নিয়ে একটু বেড়াচ্ছি। তারপর কুমার, যে কথা বল্‌ছিলাম।—এস লীলা!

তিনজনের প্রস্থান

মণি। (উচ্চ হাসিয়া) কি দেবি,—সম্মত ?

মহা। অধম, তুমি কি মানুষ ?

মণি। সেই পুরাণো কথা! নতুন কিছু শোনাও দেবি।

মহা। চলে যাও,—এখান থেকে চ'লে যাও—

মণি। হাঁ বলতে পার বটে,—আজ পর্য্যন্ত আমাকে 'বেরিয়ে যাও'—বলতে পার বটে! বেশ, যাচ্ছি। কাল আবার আস্‌ব। মাঝে একটি রাত্রি। এই রাত্রিটি ভাব,—নিদ্রায় জাগরণে ভাব। ভেবে মাথা ঠিক কর। কাল—কাল—

প্রস্থান

মহা। অরুণ! অরুণ!

অরুণের প্রবেশ

অরুণ। হাঁ মা, মণিদত্ত কি বল্‌ছিল ?

মহা। অরুণ, প্রতিদিন নৌকা করে' হ্রদের ওপারে তুমি কোথায় যাও ?

অরুণ। যাক্‌, জেনেছ তুমি। আমি ক'দিন থেকে তোমাকে বল্‌ব মনে কচ্ছিলাম। মা, লীলার সঙ্গে আমার বিয়ে অসম্ভব।

মহা। তুই কি পাগল হয়েছিস্‌ ?—সে মেয়েটা কে ?

অরুণ। সকলেই সেই অপূর্ব্ব সুন্দরীকে জানে, —তার নাম জয়ন্তী।

মহা। জয়ন্তী! সেই শৈলেশ্বর-মন্দির-রক্ষকের মেয়ে?

অরুণ। হাঁ, মা!

মহা। তুই কি ক্ষেপেছিস্? সেই গরীবের মেয়ে—

অরুণ। মা, মা, সে আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়! তুমি যদি তাকে চরণে দলিত কর,—জান্‌বে, আমার বুকের পাঁজরার প্রত্যেক হাড়খানি সে বেদনা অনুভব কর্‌বে!

মহা। বেশ,—অরুণ,—বেশ। কিন্তু মণিদত্ত যে তোমার সমস্ত সম্পত্তি দখল কর্‌তে চাইছে। তুমি কি পথের ভিখারী হবে?

অরুণ। কি কর্‌ব মা!—কি করে' আমি তা'র ঋণ শোধ কর্‌ব?

মহা। একমাত্র উপায় আছে অরুণ—লীলাকে বিয়ে করা।

অরুণ। মা, মা,—সে অসম্ভব।

মহা। অসম্ভব?—কেন অসম্ভব?

অরুণ। না, মা,—আমি তা' পার্‌ব না।

মহা। পার্‌বে না? সর্ব্বস্বান্ত হ'তে হলেও—পারবে না?

অরুণ। না।

মহা। বেশ, আর এক উপায় আছে। মণিদত্ত আমার কাছে এক প্রস্তাব কর্‌ছিল, —তা'তে তুমি লীলাকে বিয়ে না ক'রেও সমস্ত সম্পত্তি ফিরে পেতে পার।

অরুণ। কি সে প্রস্তাব?

মহা। সে এই সম্পত্তির বন্ধকী দলীল ফিরিয়ে দিতে চায়,—যদি আমি স্বীকার করি—

অরুণ। বল মা, বল—

মহা। যদি আমি স্বীকার করি,—তা'র সঙ্গে লীলার বিয়ে দিতে!

অরুণ। এত বড় স্পর্দ্ধা —এত বড় সাহস তা'র—

মহা। সে ঠিকই বলেছে। ঋণ শোধ অমনি হয় না। ঋণী আমরা,—ঋণ আমাদের শোধ করতেই হবে। অর্থ দিয়ে, না হয় ধর্ম্ম দিয়ে। অরুণ, পুত্র তুমি, আমার একমাত্র অবলম্বন তুমি, —তোমার জন্য আমার জীবনের চেয়েও বড় যে ধর্ম্ম, তা' বিসর্জ্জন দেব। লীলাকে বিক্রয় করে' তোমার সম্পত্তি উদ্ধার করব।

অরুণ। না, তা' হ'তে পারে না,—হ'তে দেবো না। যে পাষণ্ড এ কথা উচ্চারণ করেছে, তা'র জিভ আমি ছিঁড়ে ফেল্‌ব'।

মহা। জিভ ছিঁড়ে ফেল্‌বে! পারবে কি তুমি সেই জিভ ছিঁড়ে ফেল্‌তে, যে আমাদের দুর্দ্দশা দেখে ব্যঙ্গ করবে?

অরুণ। সব সইব মা,—সব সইব।

মহা। ভেবে দেখ অরুণ, আর একটি রাত্রি প্রভাত হ'তে না হ'তেই আমরা পথের ভিখারী হব। দারিদ্র্য ও অপমান দানবের মতো অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে আছে, কাল তা'রা প্রত্যক্ষ হবে। সহানুভূতির অত্যাচার, শত্রুতার ধিক্কার সহ্য করে' শুষ্ক নৈরাশ্যে আমাদের দিনপাত করতে হবে—

অরুণ। মা, মা, আমি নিরুপায়! তবু, লীলাকে আমি বিয়ে করতে পারিনা।

(মাণিকের প্রবেশ)

মাণিক। আস্তে, আস্তে কথা বলুন। লীলাদেবী এদেকিই আসছেন।

মহা। কোথায় ছিলি মাণিক ?

মাণিক। কাছেই ছিলাম মা।

মহা। কেন তুই গোপনে থেকে—

মাণিক। চুপ করো মা। ছেলেকে অবিশ্বাস করোনা।

মহা। ওঃ। লীলার কাছে আমি মুখ দেখা'ব কি করে' ? কাল মণিদত্ত আস্‌বে ধর্ম্মাধিকারের আদেশ পত্র নিয়ে। আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছিনা, আমার মাথা ঘুর্‌ছে। অরুণ, অরুণ,—রক্ষা কর্‌তে তোমাকে পার্‌লেম না।

প্রস্থান

মাণিক। এখন উপায় প্রভু ! সব যে যায় ! মিলন-মালা যে এখন ফাঁসি হয়ে গলায় লাগে ! সেই শপথ যদি—

অরুণ। চুপ।

মাণিক। আর চুপ। তখনই নিষেধ করেছিলাম, যে ও শপথ করবেন না—

অরুণ। এখন উপায় কি মাণিক,—উপায় কি ? শপথ ভঙ্গ কর্‌ব ? পিতার নামে যে শপথ করেছি, ঈশ্বরের নামে যে শপথ করেছি,—ওঃ কেন করেছি ? কে জান্‌ত যে এ বিপদ আস্‌বে ! আচ্ছা মাণিক, জয়ন্তীকে বুঝিয়ে বল্‌লে সে আমাকে এ শপথ থেকে মুক্তি দেবেনা ? সে যদি মুক্তি

দেয়—মাণিক, মাণিক. নৌকা নিয়ে এস, আমি এখনিই আসছি—

প্রস্থান

মাণিক। বিয়ে ক'রে কি ফ্যাসাদ বাবা! আবার বিয়ে না ক'রেও ফ্যাসাদ কম নয়। লীলাদেবীকে বিয়ে না করলে প্রভুর তো সর্ব্বনাশ। আবার ঠিক এই সময়ে কোথা থেকে কুমারদেব এসে জুট্‌লেন। লীলাদেবীকে ছিনিয়ে না নেয়। এখন উপায় কি ?

মাথা চুল্‌কাইতে টুপি খুলিল, তাহার ভিতর হইতে একখানা চিঠি পড়িল

এটা আবার কি! ওঃ জয়ন্তীদেবীর সেই চিঠি। তখন কত খুঁজে মরেছি। কি লিখেছে পড়েই দেখা যাক্ না। পরের প্রেমপত্র গোপনে পড়তে বেশ লাগে—

পত্র পাঠ

"প্রিয়তম, তোমার জয়ন্তীকে কি ভুলে গেলে? এস একবার এস।"—আচ্ছা, এই চিঠি যদি—কোথায়ও নাম লেখা আছে ন্যাক? না, নেই। ঠিক হয়েছে। ওই যে লীলাদেবী আসছে। দেখা যাক্।

প্রস্থান

সখীগণের প্রবেশ ও গান

গান

বনফুল দোলে মধুরায়,
বনলতা ঝুলাইয়া ঝোলে ঝুলনায়।
মৌমাছি উতরোল ফুলে ফুলে দেয় দোল
আন্‌মনা যুঁথী চম্পায়!

মাধবিকা ছিল একা কোথা লুকিয়ে
দোলে ধীরে আঁখিভরে' কি কথা নিয়ে!
দখিণের বাতায়নে মায়া-ভরা ভুনয়নে
কে দোলেরে ফুলের দোলায়।

লীলা ও কুমারের প্রবেশ

লীলা। তা'হলে তুমি তাকে ভালোবাস?

কুমার। 'বাসি' বলে' ভালোবাসার কতটুকু প্রকাশ করা যায় লীলা? তার চিন্তায় আমার বুকের স্পন্দন চঞ্চল হয়ে ওঠে, শিরায় শিরায় এক উন্মত্ত কম্পন জেগে ওঠে, প্রতিটি রক্তবিন্দু উচ্ছল হয়ে ওঠে, আকুল হয়ে ওঠে। লীলা, সত্যই আমি তাকে বড় ভালোবাসি।

লীলা। তা'হলে বল কুমার, কে সেই ভাগ্যবতী যে তোমার অমূল্য হৃদয়ের এমন প্রবল ভালোবাসা পেয়েছে! কে সেই প্রেমিকা যে তা'র সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমার এই ভালোবাসার প্রতিদান দিয়েছে!

কুমার। না লীলা, সে বোধহয় আমাকে ভালোবাসেনি। কতবার মনে করেছি, তা'র নিভৃত অন্তরে আমার জন্য বিন্দুমাত্র অনুরাগ লুক্কায়িত আছে কিনা সন্ধান করব,—কিন্তু তা'র দর্শনে বিভোর আমি, আত্মবিস্মৃত আমি, সে সন্ধান কখনও নিতে পারিনি!

লীলা। এমন পাষাণী কে আছে কুমার, যে তোমার এই

প্রণয়ের প্রতিদান না, দিয়ে থাকতে পারে। কে সেই অভাগী আমাকে বল কুমার !

কুমার। বল্‌ব ?—লীলা—না, আর বলার প্রয়োজন নেই। সে আজ অপরের বাক্‌দত্তা। তার সমস্ত চিন্তা আমাকে মনের ভিতর লুকিয়ে রাখতে হবে ! সে কখনও জানবে না লীলা—বুকের ভিতর আমার কত ব্যথা ! আসি লীলা। শুধু একটা অনুরোধ—মনে রেখো !—মনে রেখো !

প্রস্থান

লীলা। কুমার চলে গেল ! কি করব—আমি কি করব ?

মাণিক আসিয়া এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া চলিয়া যাইতেছিল

লীলা। কে ?

মাণিক। আমি মাণিক।

লীলা। এখানে কি কচ্ছিলে ?

মাণিক। আজ্ঞে—

লীলা। বল কি কচ্ছিলে এখানে ?

মাণিক। দেখ্‌ছিলাম।

লীলা। কি দেখ্‌ছিলে ?

মাণিক। উনি কোথায় গেলেন। আমাকে নৌকা আন্‌তে বল্‌লেন। বোধহয় ভুলে গেছেন।

লীলা। কে নৌকা আন্‌তে বলেছে ?

মাণিক। আজ্ঞে—

লীলা। বল—

মাণিক। আজ্ঞে, কুমারদেব।

লীলা। কেন ?

মাণিক। বেড়াতে যাবেন বলে'।

লীলা। বেড়াতে যাবেন ? এত রাত্রে ?

মাণিক। তাইতো বল্লেন।

লীলা। কোথায় যাবেন ?

মাণিক। তা'তো জানিনা। বল্লেন যে সকলে ঘুমোলে এই হ্রদের ওপারে—না, না, এই হ্রদে একটু হাওয়া খেতে যাবেন।

লীলা। লুকিয়ো না মাণিক। তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি যেন কিছু গোপন কর্‌ছ। বল, কোথায় যাবেন তিনি ?

মাণিক। আজ্ঞে ওপারে।

লীলা। ওপারে ? সেখানে এত রাত্রে কি প্রয়োজন ?

মাণিক। তাতো জানিনা দেবী !

লীলা। তুমি জানো মাণিক, বল।

মাণিক। ক্ষমা করবেন দেবি, আমি তা' বল্‌তে পারব না। উনি কাউকে বল্‌তে আমায় বারণ করেছেন।

লীলা। অরুণের নিত্যসহচর তুমি মাণিক। আমি তা'র ভাবী স্ত্রী,—আমার কাছে তুমি গোপন কচ্ছ ?

মাণিক। তাই কি পারি ?

লীলা। তা'হলে বল।

মাণিক। হ্রদের ওপারে শৈলেশ্বরের মন্দির আছে। সেই

মন্দিরের রক্ষক সোমনাথের জয়ন্তী নামে একটি মেয়ে আছে—

লীলা। হাঁ, শুনেছি সে অপূর্ব্ব সুন্দরী।

মাণিক। তার কাছে যাওয়ার জন্যই নৌকা আন্‌তে বলেছেন।

লীলা। জয়ন্তী! কুমার কি তা'হলে তার কথাই বল্‌ছিল! আমি কি ভুলই বুঝেছি! কি লজ্জা! মাণিক, আমাকে দেখাতে পার? ও কি, লুকোচ্ছ কি?

মাণিক। কই! ও কিছু না—আমার একখানা চিঠি।

লীলা। তোমার চিঠি, তবে লুকোচ্ছ কেন?

মাণিক। আজ্ঞে—

লীলা। নিশ্চয়ই তোমার চিঠি নয়। দেখি—

মাণিক। না দেবি, এ চিঠি আপনি কি দেখবেন। (পত্র সম্মুখে ধরিল)

লীলা। (টানিয়া লইয়া) কুমারের কাছে জয়ন্তীর প্রেমপত্র! (মাণিককে) এ চিঠি দেখেছেন তিনি?

মাণিক। দেখেছেন। আপনার কাছে আসবার সময় আমার কাছে রেখে এলেন।

লীলা। কখন যাবে?

মাণিক। এখনই তো যাওয়ার কথা।

লীলা। এখান থেকে তোমাদের দেখা যাবে?

মাণিক। তা' আর কেন যাবে না।

লীলা। বেশ, যাও তুমি।

মাণিক। আজ্ঞে চিঠিখানা—

লীলা। চিঠি আমার কাছেই থাক্—

মাণিক। না দেবি, তাঁকে দেখা'লে—

লীলা। ভয় নেই, দেখাবো না। যাও—

প্রস্থান

মাণিক। এ কিন্তু অন্যায় কথা।

দুষ্ট হাসিয়া প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

পরদিন প্রত্যুষে। পর্ব্বতের পাদদেশে জয়ন্তীর কুটীর সম্মুখস্থ পথ জনৈক লোক গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল—

গান

আমার মনের মানুষ বেড়াই খুঁজে সারা ভুবনময়
কোথাও দেখতে যদি পাই।
ফোটা ফুলের বনে আমি ফুলের পানে চেয়ে থাকি,—
হারাণো মোর মনের মানুষ দেখি সেথায় মেলে নাকি!
আমি চাঁদের পানে, তারার পানে,
আপন ভোলার মত চাই,
কোথাও দেখতে যদি পাই।

বন্ধু আমার খোঁজার পালা শেষ হবে আর কবে,—
কোন্ সে অসীম পথের শেষে মোদের দেখা হবে ?
আমার মনের জ্বালা মিট্‌বে কবে
মনের মানুষ মনে পাই' !

মণিদত্তের প্রবেশ

মণি। ওগো ও মনের মানুষ, দাঁড়াও না। যাঃ বাবা! যে বাজখাই আওয়াজ বার করেছে,—কানে কিছু ঢুকলে তো! কা'র কাছে খবর নিই। ওই তো একটা বাড়ী দেখছি, ওইটাই কি ? বাড়ীটা কোনো রকমে চিন্‌তে পারলে,—লীলাকে এনে একবার দেখিয়ে দিলেই—ব্যস্। অরুণের সঙ্গে বিয়ের দফা রফা। কিন্তু খোঁজ নিই কার কাছে ?

(নেপথ্যে দীপক)

দীপক। আমার মনের মানুষ বেড়াই খুঁজে সারা ভুবনময়,—
কোথাও দেখতে যদি পাই।

প্রবেশ

মণি। এই যে আবার কে মনের মানুষ খুঁজতে এসেছে। যত মনের মানুষ কি এই জঙ্গলে এসে ঘাপ্‌টি দিয়ে আছে রে বাবা!

দীপক। কে তুমি—এই ভোরবেলায় এখানে ঘোরাফেরা করছ ?

মণি। কেন ? এখানে কে থাকে ?

দীপক। এখানে কে থাকে তা' জানবার তোমার কি দরকার ? কে তুমি ?

মণি। আমাকে চিন্‌তে পাচ্ছনা দীপক ?

দীপক। চিন্‌তে সবাইকেই পেরেছি। তোমাকে চেনা আর এমন শক্ত কথা কি শেঠজী ? কিন্তু তুমি এখানে কেন ?

মণি। দীপক, তোমাকে আমি বড় ভালোবাসি। তোমার সরল মন, স্বাধীন একরোখা ভাব, আমার বড় ভালো লাগে !

দীপক। তা' তো লাগ্‌বেই শেঠজী, তুমি নিজে কত সরল !

মণি। তারপর,—কিছুদিন থেকে দেখছি,—তোমার জীবনের উপর দিয়ে যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে ! বুনো পশুর মত তুমি পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াও। গভীর রাত্রে তোমার অসংলগ্ন গানের সুর শোনা যায়। কেমন, ঠিক কিনা ?

দীপক। সত্য। এর প্রত্যেক বর্ণ সত্য। কিন্তু আসল কথাটা কি ?

মণি। তোমার এই উচ্ছৃঙ্খল জীবন দেখে' দীপক, আমার বড় কষ্ট হয়। আমি তোমার অবস্থা ফিরিয়ে দেব। শুদ্ধ একটা কথা আমাকে তোমার জেনে দিতে হবে।

দীপক। কথাটা কি ?

মণি। অরুণকে চেন ?

দীপক। ওই ওপারের তো ?

মণি। সে প্রায়ই এদিকে আসে জানো ?

দীপক। হাঁ, দেখেছি।

মণি। দেখেছ ? বল্‌তে পার,—কোন্ বাড়ীতে তার গুপ্ত প্রণয়িনী থাকে ?

দীপক। (সহসা মণিদত্তের গলা চাপিয়া ধরিয়া) কি বল্‌লে ?—কি ?

মণি। আরে ছাড় ছাড়,—আচ্ছা পাগল তো ?

দীপক। (ছাড়িয়া দিয়া) ও কথা কেন বল্‌লে ?

মণি। রাখ হে বাপু. তোমার পাগ্‌লামো রাখ। নিজের কাজে যাও।

দীপক। তোমার লাগেনি তো ?

মণি। থাক্‌ থাক্‌, আর দরদে কাজ নেই। যত পাগলের—

দীপক। পাগল তুমিও তো কম নও শেঠজী !

মণি। তা'র মানে ?

দীপক। মানে এই যে, পাগলের কথায় তুমি রাগ কর! চলে যাও—সংবাদ পাবে।

মণি। ঠিক তো ? আমি তোমাকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেব। সংবাদ ঠিক দেবে তো ?

দীপক। ঠিক, ঠিক,—চলে যাও।

মণি। সংবাদ কখন পাব ?

দীপক। দণ্ডকয়েক পরেই।

মণি। কোথায় দেবে ?

দীপক। তোমার বাড়ীতে গিয়ে দিয়ে আস্‌ব। টাকার লোভ দেখিয়েছ—এক হাজার টাকা !

মণি। আরও—আরও দেব,—যদি সংবাদ দিতে পার !

প্রস্থান

দীপক। গুপ্ত প্রণয়িনী! দরিদ্রের মেয়ে ধনীকে বিয়ে কর্‌লে সে তা'র স্ত্রীর অধিকার পায় না,—সে হয় তা'র প্রণয়িনী! এ লোকটার মতলব কি! ধূর্ত্ত, লোভী, লম্পট ওই মণিদত্ত,—জয়ন্তীকে তা'র কি আবশ্যক? দেখতে হ'ল—

প্রস্থান

জয়ন্তী ও নন্দা ঘর হইতে বাহিরে আসিল

জয়ন্তী। দীপকের গলা শুন্‌ছিলাম না নন্দা! কই সে?

নন্দা। ভোরের পাখী প্রিয়াকে তা'র জাগিয়ে দিয়ে যায়—'সখি জাগো, সখি জাগো!' সে তো তা'র ঢুলু ঢুলু চোখের অলস চাহনি দেখবার জন্য দাঁড়িয়ে থাকেনা!

জয়ন্তী। ও কথা আর বলিস্‌ না নন্দা। একটা জীবন আমার জন্য ব্যর্থ হ'য়ে গেল।

নন্দা। চোখে জল এল সখি!

জয়ন্তী। কাল রাত থেকে সখি, আমার মনটা যেন কেমন ক'রে উঠছে। সমস্ত রাত্রি ঘুম হয়নি। প্রভাতে পাখীর কলরবের সঙ্গে সঙ্গে যেমন সখি কাঁটায়-ভরা শয্যার পরে উঠে বসেছি,—অমনি কানে গেল দীপকের আচম্‌কা সুর। দুই চোখে জলের উৎস যেন উৎসারিত হ'য়ে উঠল। নন্দা,—সেই বিয়ের পর থেকে তিনি আর আসেন নি!

নন্দা। মাণিক ব'লে গেল—তিনি কাল আস্‌বেন। কই, এলেন না তো?

জয়ন্তী। কেন এলেন না, নন্দা, কেন এলেন না? তবে কি তিনি আমাকে—(কাঁদিয়া উঠিল)

সোমনাথের প্রবেশ

সোম। জয়ন্তী!

জয়ন্তী। বাবা!

সোম। একি, চোখে জল কেন? নন্দা?

নন্দা। অরুণ ক'দিন আসেননি,—তাই—

সোম। সেই বিয়ের পর থেকে আর আসেনি,—না?

নন্দা। আজ সাতদিন হ'লো।

সোম। হুঁ। কোন সংবাদ নেই?

নন্দা। মাণিক কাল সংবাদ দিয়ে গেল যে রাত্রে তিনি আস্‌বেন। তা'ও তো এলেন না!

জয়ন্তী। তাঁর কোন অসুখ করেনি তো?

সোম। তা'হলে তো মাণিক সে কথা বলে' যেতো!

জয়ন্তী। তাঁর কোন বিপদ হয়নি তো?

দীপকের প্রবেশ

দীপক। অসম্ভব নয়।

জয়ন্তী। (ভীতকণ্ঠে) বাবা!

দীপক। (সোমনাথকে) মণিদত্ত শ্রেষ্ঠীকে জানেন তো? সেই বদ্‌মায়েসটা একটু আগে এখানে ঘোরাঘুরি কচ্ছিল—

সোম। এখানে?—কেন?

দীপক। অরুণের কথা সে আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে। এখানে এসে তা'র খোঁজ কেন? নিশ্চয়ই তা'র কোন মতলব আছে। মণিদত্তের মতলব কখনই ভালো হ'তে পারে না।

জয়ন্তী। কি হ'বে বাবা!

সোম। সে তোমাকে কি জিজ্ঞাসা কচ্ছিল দীপক?

দীপক। জিজ্ঞাসা কচ্ছিল—

সোম। বল—

দীপক। বল্‌ব? বল্‌তে পাচ্ছিনা! জয়ন্তী! তুমি ভিতরে যাও,—তোমার সাম্‌নে আমি তা' বল্‌তে পার্‌ব না।

নন্দা ও জয়ন্তীর প্রস্থান

সোম। কি এমন কথা! বল দীপক, কি বল্‌ছিল সে?

দীপক। বল্‌ছিল—অরুণের গুপ্ত প্রণয়িনী এখানে কোথায় থাকে—

সোম। কি! প্রণয়িনী? ঠিকই হয়েছে! কেন আমি—

দীপক। এখন অনুতাপ বৃথা। জয়ন্তী যা'তে সুখী হয়, তাই করুণ। তাই করুণ—যা'তে সে তা'র স্ত্রীর অধিকার প্রতিষ্ঠা কর্‌তে পারে। প্রণয়িনী?—উঃ। ইচ্ছা কচ্ছিল—পাহাড়ে ঠুকে' তার মাথাটা আমি গুঁড়িয়ে দিই!

সোম। তা'র অপরাধ নেই দীপক,—অপরাধ আমার! কেন আমি এই গোপন বিবাহে সম্মত হ'লাম!

নন্দার প্রবেশ

নন্দা। ওই যে একখানা নৌকা এসে ঘাটে লাগ্‌ল। বোধহয় তিনি এসেছেন।

দীপক। (ব্যস্তভাবে) আমি যাই,—আমি যাই! আমাকে দেখ্‌লে হয়তো সে রাগ কর্‌বে!

সোম। না। আমার সঙ্গে এস,—কথা আছে!

দীপককে লইয়া ঘরের ভিতরে গেল

মাণিকের প্রবেশ

মাণিক। দেবী কোথায় নন্দা?

নন্দা। ভিতরে।

মাণিক। প্রভু এসেছেন,—তাঁকে ডাক!

নন্দা। কাল তোমরা এলে না যে?

জয়ন্তীর প্রবেশ

জয়ন্তী। এসেছেন তিনি নন্দা?—মাণিক, কোথায় তিনি—

মাণিক। ওই যে আস্‌ছেন। (নন্দাকে) শোন—

উভয়ের প্রস্থান

অরুণের প্রবেশ

অরুণ। রাগ করেছ জয়ন্তী! কেন যে আমি এ'কয়দিন আস্‌তে পারিনি, তা' শুন্‌লে—আমি জানি, তুমি রাগ কর্‌তে পার্‌বে না। বড় বিপদে পড়েছি জয়ন্তী!

জয়ন্তী। বিপদ? কি বিপদ?

অরুণ। আমার সর্ব্বনাশ হ'তে বসেছে।

জয়ন্তী। কেন? কেন? কি হয়েছে?

অরুণ। কাল আমাদের সমস্ত সম্পত্তি পরের হাতে যাবে। আমি পথের ভিখারী হব!

জয়ন্তী। কেন?

অরুণ। পিতৃঋণ। সেই ঋণের দায়ে সম্পত্তি বিক্রয় হবে।

জয়ন্তী। রক্ষা কর্‌বার কি কোন উপায় নেই?

অরুণ। কোন উপায় নেই। নিরুপায়! একটা মাত্র উপায় ছিল,—তাও নষ্ট হয়েছে জয়ন্তী—তোমাকে বিয়ে ক'রে!

জয়ন্তী। আমাকে বিয়ে করে? কেন?

অরুণ। লীলার সঙ্গে মা আমার বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করেছিলেন। সে ধনী-কন্যা, তা'র অগাধ অর্থ। তা'রই অর্থে আমরা এ বিপদ থেকে উদ্ধার হ'তে পার্‌তাম! কিন্তু তা যে হয় না জয়ন্তী!

জয়ন্তী। কেন হবে না? কখনও তুমি স্ত্রী বলে' আমার পরিচয় দিয়ো না। কারও কাছে এ কথা প্রকাশ করো না। আমি দাসী হয়ে তোমার মা'র কাছে যাব। আমি তোমার বাড়ীতে দাসী হ'য়ে থাক্‌ব। আমি শুধু দূরে দাঁড়িয়ে তোমায় দেখব,—শুধু দূরে থেকে তোমার কথা শুন্‌ব!

অরুণ। কি বল্‌ছ জয়ন্তী! এ বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় লীলাকে বিয়ে করা। কিন্তু—

পশ্চাতে সোমনাথের প্রবেশ

জয়ন্তী। তা'হলে তুমি তা'কে বিয়ে কর!

সোম। অসম্ভব। তা' হতে পারে না। মনে রেখো অরুণ, ভগবানের নামে তুমি কি শপথ করেছিলে!

অরুণ। শপথ! শপথ! মনে আছে বৃদ্ধ, অগ্নির উত্তাপ নিয়ে যে শপথ আমার মনে আছে।

জয়ন্তী। কিন্তু, সে শপথ রক্ষা কর্‌তে যে আমার স্বামীর সর্ব্বনাশ হবে। কেন পিতা আপনি সে শপথ করিয়েছিলেন?

সোম। এই জন্যই, জয়ন্তী এই জন্যই। যে প্রতারণা আজ দুষ্ট ব্রণের মতো অরুণের চোখে-মুখে ফুটে বেরিয়েছে,—ধনী-সন্তানের সেই প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতার আশঙ্কাতেই আমি তা'কে শপথ করিয়েছিলাম। পিতার নামে শপথ,—অরুণ, যদি পিতার পুত্রত্বের দাবী তোমার থাকে—

জয়ন্তী। কিন্তু শপথ হয়েছিল তো আমার জন্য! আমি বল্‌ছি, আমি তাকে মুক্তি দিচ্ছি। সে শপথ ভঙ্গের যে কোন পাপ,—যে কোন শাস্তি,—সব আমার। তুমি তাকে বিয়ে কর।

অরুণ। আমার শপথ ভঙ্গ হবে, সে যে আমার মৃত্যু! কিন্তু আর যে কোন উপায় নেই!

দীপকের প্রবেশ

দীপক। যদি না-ই থাকে, কিছু যায় আসে না। ভগবানের নামে,—পিতার নামে শপথ ক'রে সে শপথ ভঙ্গ কর্‌বার কল্পনাও কর্‌তে পারো, এত হীন,—এত নীচ তুমি!

অরুণ। অভদ্র, অপরের ব্যক্তিগত আলোচনা গোপনে শোনবার তোমার কি অধিকার আছে ?

দীপক। আমি যদি অভদ্র, তুমি অমানুষ। নিরীহ বালিকা, যে তার সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমাকে ভালোবাসে, তোমার সুখের জন্য যে তা'র নারীজীবনের একমাত্র অধিকার—স্বামীর ভালোবাসা পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে চায়,—তা'র সর্ব্বনাশ কর্‌তে তোমার দ্বিধা নাই,—সঙ্কোচ নাই ! তা' হবে না। জয়ন্তী, কি বল্‌ছ তুমি ? তোমার স্বামীকে ধর্ম্মত্যাগে প্রবৃত্তি দিয়ো না।

জয়ন্তী। দীপক, দীপক—

অরুণ। অসভ্য, বর্ব্বর ! আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ কর্‌বার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে ? হীনচেতা লম্পট ! ভাব কি, জানিনা আমি তোমার দুরভিলাষ ? পরস্ত্রীর মুখের দিকে তোমার ওই কলুষিত কামদৃষ্টিপাত—

দীপক। (আত্মহারা হইয়া) কি !

অরুণের গলা চাপিয়া ধরিল

জয়ন্তী। (কাঁদিয়া উঠিল) দীপক, দীপক, আমার স্বামী—

দীপক। (আত্মসংবরণ করিয়া) তোমার স্বামী, তোমার স্বামী, তোমার স্বামী—

প্রস্থান

অরুণ। মাণিক !

মাণিক প্রবেশ করিয়া দীপকের পিছনে ছুটিতে উদ্যত

সোম। (ক্রুদ্ধস্বরে) মাণিক! (মাণিক থামিল) অরুণ, আমার গৃহপ্রাঙ্গণ রণক্ষেত্র নয়!

অরুণ। না, এটা ব্যভিচার-ক্ষেত্র। চলে আয় মাণিক,—এই হীন সংসর্গে যা'র বাস—তাকে আমি পরিত্যাগ কর্‌লাম!

মাণিকসহ প্রস্থান

জয়ন্তী। (কাঁদিয়া) যেয়ো না,—যেয়ো না—

অগ্রসর হইল

সোম। (দৃঢ়স্বরে) দাঁড়াও জয়ন্তী,—পরিণীতা তুমি, উপযাচিকা নও!

জয়ন্তী। (কাঁদিয়া) সে যে চলে' গেল—সে যে চলে' গেল!

সোম। যেতে দাও তা'কে। নিজের সুখের জন্য, হীন স্বার্থের জন্য যে ধর্ম্মত্যাগ কর্‌তে পারে,—সাধ্বী স্ত্রীর নিকট হ'তে তা'র দূরে যাওয়াই মঙ্গল!

জয়ন্তী উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদিয়া উঠিল

সোম। (ক্রোধ কম্পিত দেহে) অরুণ, এই ঘোর অধর্ম্মের, একান্ত অনুগতকে এই বঞ্চনার জন্য, লও এই মর্ম্মাহত বৃদ্ধের অভিশাপ—

জয়ন্তী। বাবা, বাবা, অভিশাপ দিয়ো না, আমার স্বামী—

সোম। (নিরুদ্ধ আবেগে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া) স্বামী! স্বামী!

যবনিকা

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সেইদিন মধ্যাহ্নে। অরুণের গৃহসংলগ্ন গোলাপ বাগান। লীলা স্থির দৃষ্টিতে হ্রদের দিকে চাহিয়া আছে। সখীরা গান করিতেছে—

গান

গোপনে—আনমনে—এল কে ফুলবাগানে!
রঙের বুকে ঢেউ জাগালে মায়া-তুলিকা টানে!
সহসা উদাস পাখী—
লুকিয়ে ওঠে ডাকি—
বিরহের মন ভুলানো মিলনের গানের তানে!
সরমের আল্‌গা বাঁধন গেল টুটে—গেলরে টুটে!
উতলা ফুল-কুমারী চরণে লুটে!
মাতানো দোলন লাগে,—
মুকুলের পুলক জাগে
বকুলের শাখায় শাখায়—মাধবীর আকুল প্রাণে!

লীলা ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। সখীরা গান বন্ধ করিয়া লীলার এই উদাসীনতার কারণ ইঙ্গিতে প্রশ্ন করিল। কেহই উত্তর দিতে না পারিয়া বাহির হইয়া গেল। এই সময় অরুণের নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিল।

অরুণ ও মাণিকের প্রবেশ

অরুণ। ওঃ নির্ব্বোধের মত আমি কি করেছি! ক্ষণেকের মোহবশে আজ আমি সর্ব্বস্বান্ত হ'তে বসেছি!

মাণিক। যা' হওয়ার তা' হয়েছে। এখন উপায় কি বলুন।

কি কর্‌লে আপনার দুঃখ দূর হয়, বলুন। আমার জীবন পণ।

অরুণ। কি কর্‌ব, আমি তো কোন উপায় দেখ্‌তে পাচ্ছি না!

মাণিক। আচ্ছা, কোন রকমে তা'কে ভুলিয়ে ভালিয়ে—

অরুণ। না, তা' হয় না।

মাণিক। কেন? দোষ কি? আমরা ফুলের মালা পরি না? যতক্ষণ ভালো লাগে, ততক্ষণ যত্ন করি, আদর করি, মাথায় পরি, বুকে রাখি! কিন্তু ভালো যখন না লাগে—তখন? তখন তা'র পাতা ছিঁড়ি, পাঁপ্‌ড়ি ছিঁড়ি,—দূর করে' ফেলে দিই!

অরুণ। তা'কে দূর করে' ফেলে দেব?

মাণিক। আমার কথা শুনুন। কথাটি না বলে' টাকাকড়ি দিয়ে তাঁকে কোন দূরদেশে পাঠিয়ে দিন। বলুন,—আমি সব ব্যবস্থা কর্‌ছি। আপনি শুধু আদেশ দিন।

অরুণ। যা, যা, বকিস্ না! তাতেই বা কি ফল হবে? আমি যে শপথ করেছি,—যতদিন সে বেঁচে থাক্‌বে, ততদিন আর কাউকে বিয়ে কর্‌ব না!

মাণিক। তবে এক কাজ করুণ। আপনার আঙুলের ওই আংটিটা। ধরুণ, ওটাকে খুল্‌তে হবে। যদি সহজে খুলে আসে,—ভালোই। যদি না আসে, তখন—(কঠোর ভাবে) বলুন, তখন কি কর্‌বেন? বাধ্য হয়ে কাট্‌তে হবে না?

অরুণ। কাট্‌তে হবে ?

মাণিক। আপনি শুধু আমাকে আদেশ দিন। তারপর যা' কর্‌বার, আমি কর্‌ব। আর সে আপনার পায়ে কাঁটা হবে না।

অরুণ। তা'র মানে ?

মাণিক। কোন কথা আমায় জিজ্ঞাসা কর্‌বেন না। যা' কর্‌বার আমি কর্‌ব। শুধু একটা কিছু চিহ্ন আমায় দিন। ঠিক হয়েছে, ওই আংটীটা আমাকে খুলে দিন। ব্যস্‌!

অরুণ। (ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়া) তোর সাহস তো কম নয়—শয়তান !

মাণিক। শুদ্ধ আপনার—

অরুণ। চলে যা' আমার সাম্‌নে থেকে। হত্যা কর্‌বে—তা'কে ? এ কথা উচ্চারণ কর্‌তে তোর সাহস হ'ল। তোর মুখ দেখাও পাপ—

প্রস্থান

মাণিক। শুনুন,—শুনুন—

প্রস্থান

অপর দিক দিয়া লীলার প্রবেশ

লীলা।　　　　গান

দূরে গেলে প্রিয় প্রেম বুঝি আর রয় না ?
হায় অকরুণ হায়রে ?
কুসুমে সুবাস নাহিলে বাতাস বয় না—
সে যে আশে পাশে হুতাশে ভরে বিদায় রে !

গানের করুণ সুর থেমে যায় কেঁপে—
স্মৃতি রেখে যায় সারা অন্তর ব্যেপে,
কি যে বেদনার গুরুভার বুকে চেপে
গুমরিয়া মরি পরাণ সে যে কাঁদায় রে।
হায় অকরুণ হায় রে!

কুমারের প্রবেশ

কুমার। তুমি এখানে লীলা—একা?

লীলা। ঠিক এই প্রশ্নই তো তোমাকেও আমি কর্‌তে পারি কুমার! তুমি এখানে কেন?

কুমার। জানি,—জানি লীলা, আমার দর্শনও আজ তোমার অসহ্য হয়ে উঠেছে!

লীলা। জানো? কি জানো? কতটুকু জানো! আমি যা' জেনেছি, তুমি তা'র কল্পনাও কর্‌তে পারো না। কুমার, আমার মুখের দিকে চাও দেখি!

কুমার। লীলা, লীলা, যদি কোন যাদুকর যাদুমন্ত্র বলে আমাদের এখন পাথর করে' দিত, আর আমরা দুজন দুজনার পানে চেয়ে থা'কতে পার্‌তাম,—যেমন উর্দ্ধে ওই অনন্ত আকাশ, আর নিম্নে ওই অশান্ত সরোবর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে!—

লীলা। কুমার, উত্তর দাও।—যদি কোন লোক রাত্রিকালে তার গুপ্ত প্রণয়িনীর কাছে পলায়ন করে, আর দিনের বেলায়

আর একটি সরলা বালিকাকে প্রলুব্ধ করে,—তা'কে তুমি কি বল্‌তে চাও ?

কুমার। এও কি কখনো সম্ভব লীলা ?

লীলা। বাঃ, বেশ উত্তর দিয়েছ। বল, তার কি করা উচিত ? তা'র কি শাস্তি হওয়া উচিত—বল।

কুমার। তোমার এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য আমি বুঝতে পার্‌ছি না লীলা। আমি তো কোন গুপ্ত প্রণয়িনীর কাছেও পলায়ন করিনি, তোমাকেও প্রলুব্ধ কর্‌তে আসিনি। হয়তো আমি এখানে এসে অন্যায় করেছি। বেশ, আমি যাচ্ছি !

অরুণের প্রবেশ

অরুণ। না,—দাঁড়াও। লীলা, কুমার তোমাকে ভালোবাসে,—আর, আমি যতদূর জানি,—তুমিও তাকে ভালোবাস। তোমরা এখান থেকে ¤াকে না বলে' পালিয়ে যাও,—বিয়ে করে' সুখী হও !

লীলা। তুমি কি পাগল হয়েছ ?

অরুন। না লীলা, আমার জন্য কেন তুমি নিজেকে বলি দেবে ? আমাদের মধ্যে এক বিষম বাধা আছে,—সে বাধা পার হওয়া অসম্ভব ! তোমরা বিয়ে কর—সুখী হও।

প্রস্থান

লীলা। কি কর্‌বে ? বন্ধুর অনুরোধে করে' ফেল্‌বে নাকি বিয়ে আমাকে ?

কুমার। বন্ধুর অনুরোধে ?

লীলা। নয়তো কি? আমার সঙ্গে প্রতারণা কর্‌তে পারো, কিন্তু যা'কে ভালোবাস, তা'র সঙ্গেও তাই কর্‌বে না কি?

কুমার। লীলা, তুমি কি মনে কর, আমি এম্‌নি নীচ যে মনে মনে আমি অপরকে ভালোবাসি, আর তোমার কাছে শুধু—

লীলা। আমি তা' বিশ্বাস করি।

কুমার। বিশ্বাস কর! তা' হলে তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ লীলা।

লীলা। ভুল বুঝেছি? এখনই আমি তা' প্রমাণ করে' দিতে পারি!

কুমার। বেশ, প্রমাণ কর।

লীলা। প্রমাণ কর্‌তে কি জয়ন্তীকে ডেকে আন্‌তে হবে, না শুধু তা'র নাম কর্‌লেই হবে!

কুমার। জয়ন্তী? কে সে?

লীলা। চিন্‌তে পার্‌ছ না? তা' পার্‌বে কেন? তার কাছে আমাকেও বোধ হয় এম্‌নিই চিন্‌তে পার না! কিন্তু দেখ্‌ছ, আমি সবই জানি। আর লুকানো বৃথা!

কুমার। কি বল্‌ছ লীলা?

লীলা। এখনও স্বীকার কর।

কুমার। বেশ, বল,—আমাকে কি স্বীকার কর্‌তে হবে।

লীলা। কি চতুর তুমি কুমার! আমি যদি নিজের চোখে না দেখ্‌তাম, কখনই তোমাকে অবিশ্বাস কর্‌তে পার্‌তাম না।

কুমার। নিজে তুমি কি দেখেছ? বল লীলা! নিশ্চয়ই তুমি কোন ভয়ানক ভুল করেছ!

লীলা। বেশ। তা' হলে এখন আর বল্‌ব না। আমি আরও অনুসন্ধান করে' দেখ্‌ব। যদি তোমার কথা সত্য হয়,—আমি তোমারই! এখন যাও—

কুমার। বেশ, তাই হোক্, ভগবান যেন ঠিক সত্যটিই তোমাকে জানিয়ে দেন।

প্রস্থান

লীলা। এইবার জয়ন্তীকে খুঁজে বার কর্‌তে হবে। কি করে খোঁজ করা যায়?—দেখি মাণিক কোথায়!

প্রস্থান

মহা। কি স্থির কর্‌লে অরুণ?

অরুণ। আমি তো বলেছি মা, আমি পণে আবদ্ধ। সে পণ ভঙ্গ করা অসম্ভব।

মহা। শুদ্ধ একটা খেয়ালের জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দেবে?

অরুণ। কি কর্‌ব? উপায় নেই!

মহা। আমার জন্য বল্‌ছিনা অরুণ,—বল্‌ছি তোমার জন্য! ভেবে দেখ, এই প্রথম প্রণয়ের মোহ কেটে গেলে তুমি নিজেই অস্থির হয়ে উঠ্‌বে! তা'র দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে যখন তুমি জগতের দিকে চাইবে,—যা তোমাকে একদিন চাইতেই হবে,—তখন তা'কে তোমার স্ত্রী বলে পরিচয় দিতে

তুমি নিজেই লজ্জা বোধ কর্‌বে। এম্‌নি করে' আস্‌বে অবহেলা। অবহেলা আন্‌বে অনুতাপ,—অনুতাপ জাগিয়ে তুল্‌বে ঘৃণা। আশীর্ব্বাদ নিয়ে তুমি যে শয্যায় শয়ন কর্‌বে, অভিশাপ নিয়ে তোমাকে সে শয্যা ত্যাগ কর্‌তে হবে।

অরুণ। মা, মা, আমি কি কর্‌ব! তুমি জানোনা, আমি কত নিরুপায়!

মহা। একবার লীলার কথাটা ভেবে দেখ্‌। সকলেই জানে, তোর সঙ্গে তা'র বিয়ে হবে। এখন যদি—

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। মণিদত্ত শেঠ এসেছেন।

মহা। পাঠিয়ে দাও।

ভৃত্যের প্রস্থান

ওই এসেছে সে, সেই উত্তরের জন্য। আর সময় নাই,—মন স্থির কর অরুণ। বল, তা'কে আমি কি উত্তর দেব?

অরুণ। অস্বীকার কর। যা' কর্‌বার, সে করুক্।

মহা। আর কাল যে তোমাকে পথের ভিখারী হ'তে হবে। সর্ব্বনাশ হবে,—শুনছ, সর্ব্বনাশ হবে। সেই মেয়েটাকেই যদি বিয়ে কর, তাকেই বা তুমি কোথায় রাখ্‌বে? না, হোক্ অন্যায়, হোক্ অধর্ম্ম। আমি মণিদত্তের প্রস্তাবেই সম্মত হব,—

অরুণ। মা, মা, আমার অবস্থা বুঝে আমাকে দয়া কর। তা'কে আমি পরিত্যাগ কর্‌তে পারি, কিন্তু তবুও লীলাকে আমি বিয়ে কর্‌তে পারি না—

মণিদত্তের প্রবেশ

মণি। কি স্থির করলেন দেবি ?

মহা। আমি আপনার প্রস্তাব বিবেচনা কর্‌লাম। আজই আপনার ঋণ পরিশোধ কর্‌বার উপায় আমার নেই। অরুণের সঙ্গেও লীলার বিয়ে হ'তে পারে না। তখন আপনার প্রস্তাবে সম্মত হওয়া ছাড়া আমার আর উপায় নেই।

অরুণ। না, না, তা' হবেনা !

মণি। হবেনা বল্‌লেই হ'ল। ফেল তবে আমার টাকা !

অরুণ। তোমার সমস্ত ঋণ আমি এখনই শোধ করে' দিচ্ছি !

আক্রমণ করিতে উদ্যত

মহা। কর কি অরুণ, শান্ত হও, শান্ত হও !

মণি। উঃ। বিষ নেই, কুলোপানা চক্কর ! বেশ, তোমার ও জারিজুরি আমি ভাঙ্‌ছি, দাঁড়াও !

প্রস্থান

মহা। শয়তান আমাদের সর্ব্বনাশ কর্‌বে।

অরুণ। আমি আর সহ্য কর্‌তে পার্‌ছি না মা ! পায়ের নীচে থেকে পৃথিবী যেন সরে' যাচ্ছে ! মাথার ভিতরে রক্ত যেন

টগ্‌বগ্‌ করে' ফুট্‌ছে ! তুমি জানোনা মা, তুমি জানোনা,—বল্‌ব যে, সে শক্তি'ও আমার নেই—

প্রস্থান

মহা। কি উপায় ! এ কি মহা সমস্যা ! ভগবান্‌ বলে দাও, কোন্‌ পথ !

মাণিকের প্রবেশ

মাণিক। মা !

মহা। কি মাণিক !

মাণিক। আপনি যদি একটু সাহায্য করেন, তা'হলে আমি হয়তো একটা পথ কর্‌তে পারি !

মহা। তুই কি জানিস যে—

মাণিক। সব জানি মা, সব জানি—

মহা। ব্যাপার কি ?

মাণিক। সেই মেয়েটাকে উনি বিয়ে করেছেন।

মহা। বিয়ে করেছে ! তা'তে কি আসে যায় ?

মাণিক। উনি শপথ করেছেন যে যতদিন সে বেঁচে থাক্‌বে, ততদিন আর কাউকে বিয়ে কর্‌বেন না।

মহা। সে যতদিন বেঁচে থাক্‌বে ?

মাণিক। হাঁ মা !

মহা। তা'হলে উপায় ?

মাণিক। উপায়,—তা'কে কোন দূরদেশে সরিয়ে দেওয়া !

মহা। তা'তেই বা কি ফল হবে,—সে বেঁচে থাক্‌তে তো—

মাণিক। মরে' গেছে বলে' রটিয়ে দিলেই হবে।

মহা। পার তুমি মাণিক, তাকে সরিয়ে দিতে?

মাণিক। নিশ্চয়ই! কিন্তু একটা জিনিস চাই!

মহা। কি?

মাণিক। একটা নিদর্শন।

মহা। নিদর্শন?

মাণিক। হাঁ, তাই পেলেই আমি সব কর্‌তে পার্‌ব।

মহা। দাঁড়াও, আমি আস্‌ছি—

প্রস্থান

মাণিক। দাঁড়াতে আমি পাচ্ছিনা। লীলাদেবী ওখানকার খোঁজ কর্‌ছিল,—যদি সে গিয়ে দেখা করে,—সব মতলব ফেঁসে যাবে! তাঁর আগেই আমাকে পৌঁছতে হবে।

মহামায়ার প্রবেশ

মহা। এই নাও! অরুণের হাতের আংটী। যাও,—চলে যাও, যত শিগ্‌গির পারো তা'কে সরাবার ব্যবস্থা করো!

মাণিক। কিন্তু মা, আংটী তিনি দিলেন?

মহা। হাঁ, হাঁ, তুমি যাও,—আজ রাত্রের ভিতরেই কাজ শেষ করা চাই!

প্রস্থান

মাণিক। তাই হবে,—তাই হবে!

প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

সেইদিন সন্ধ্যার আগে। জয়ন্তীর গৃহসম্মুখ।

জয়ন্তী। সে আমাকে ছেড়ে চলে' গেছে নন্দা,—আর সে আস্‌বে না!

নন্দা। নিশ্চয় আস্‌বে! সে কি তোমাকে পরিত্যাগ কর্‌তে পারে?

জয়ন্তী। আমাকে বিয়ে করেই তাঁর আজ এতবড় বিপদ। আমার মরণই মঙ্গল!

নন্দা। ছি, ওকি কথা! ভগবানকে ডাক, তিনি তোমার মঙ্গল কর্‌বেন। আমার মনে যখন দুঃখ হয়, আমি ভগবানকে ডাকি!

জয়ন্তী। কিন্তু, আমি যে ডাক্‌তে পারিনা নন্দা! আমার যে কেবল তাঁকেই মনে পড়ে।

নন্দা। স্থির হও বোন, সে আস্‌বে—নিশ্চয়ই আস্‌বে!

জয়ন্তী। আচ্ছা নন্দা, সে যাকে ভালো না বাসে, এমন লোক কি পৃথিবীতে বেঁচে থাক্‌তে পারে? সে যেখানে নেই,—সেখানেও কি সংসার আছে, স্বামী-স্ত্রী-সম্বন্ধ আছে,—

লীলার প্রবেশ

লীলা। বল্‌তে পার,—এখানে জয়ন্তী কোথায় থাকে?

জয়ন্তী। আপনি কে?

লীলা। আমার নাম লীলা।

জয়ন্তী। তুমিই লীলা, এস ভাই, কি সৌভাগ্য আমার!

লীলা। আমাকে চেন তুমি? তুমিই কি জয়ন্তী?

জয়ন্তী। হাঁ, কতবার তাঁর কাছে তোমার নাম শুনেছি!

লীলা। শুনেছ? তোমার কাছে বুঝি, আমাকে নিয়ে সে উপহাস করত?

জয়ন্তী। না, না, উপহাস কেন? তোমাকে সে—

লীলা। থাক্ আর শুন্‌তে চাই না। একটা কথা বল্‌তে এসেছি—

জয়ন্তী। বল।

লীলা। গোপনে বল্‌তে চাই!

জয়ন্তী। নন্দা!

নন্দার প্রস্থান

লীলা। (পত্র বাহির করিয়া) এই লেখা চেন?

জয়ন্তী। হাঁ, আমারই লেখা। তুমি কি করে' পেলে?

লীলা। কাল মাণিক তাকে চিঠি দেওয়ার পর, দৈবাৎ এ চিঠি আমার হাতে এসেছে! সে যখন নৌকা করে' চলে এল,— আমি দেখেছি। আমার কাছে সে যে কত বড় মিথ্যা কথা বলেছে, তাই প্রমাণ কর্‌বার জন্য আমি এখানে এসেছি। কিন্তু কি পাষণ্ড সে, তোমার মতো এমন সরলা বালিকাকে সে এই লজ্জার ভিতর, এই ঘৃণিত জীবনের ভিতর টেনে এনেছে!

জয়ন্তী। কেন? তিনি তো ধর্ম্মতঃ আমাকে বিয়ে করেছেন!

লীলা। বিয়ে করেছে ?

জয়ন্তী। না, না, একথা আমি বল্‌তে চাই নি! তুমি তাঁর নিন্দা কচ্ছিলে, আমি সহ্য কর্‌তে পারিনি। তাই—

লীলা। তাই মিথ্যা বলেছ ? বিয়ে তা'হলে হয়নি ? তার প্রণয়িনী তুমি ?

জয়ন্তী। একি কথা ? আমি তাঁর,—না, না, কেন তুমি—

লীলা। থাক্, আর কিছুই বল্‌তে হবে না,—আমি বুঝেছি। আমাকে ক্ষমা করো জয়ন্তী,—তোমার চরিত্রে আমি সন্দেহ করেছিলাম। আসি ভাই,—একটা অনুরোধ, আমি যে এখানে এসেছি, এ কথা তাঁর কাছে প্রকাশ করোনা!

প্রস্থান

জয়ন্তী। নন্দা, নন্দা!

নন্দার প্রবেশ

নন্দা। লীলাদেবী কি বল্‌ছিলেন, সখি!

জয়ন্তী। সেদিন আমি যে চিঠি পাঠিয়েছিলাম, সেই চিঠি ওঁর হাতে পড়েছে। আমার লেখা কিনা, তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলেন।

মাণিকের প্রবেশ

নন্দা। একি, তুমি যে এখনই ফিরে এলে ?

মাণিক। আমার ইচ্ছা!

নন্দা। সে তো বটেই! এবার আবার কোন্ ইচ্ছা নিয়ে

এসেছ ? তোমার প্রভু তো জন্মের মতন এঁকে ত্যাগ করে গেছেন, এখন কি হত্যা করতে পাঠিয়েছেন ?

মাণিক। একি কথা !

নন্দা। বল, কি মতলব নিয়ে এসেছ ?

জয়ন্তী। তোর হলো কি নন্দা ?

নন্দা। নিশ্চয়ই ওর কোন মতলব আছে,—ওর মুখ দেখে আমি বুঝতে পাচ্ছি ! দেখছ না,—ওর মুখ দুধের মতো শাদা,—চোখ রক্তের মতো লাল !

মাণিক। চলে যাও,—যদি আমার ক্রোধের ভয় থাকে !

নন্দা। তোমাদের ক্রোধকে আমার তত ভয় নেই বীরপুরুষ—, যত ভয় করি—তোমাদের ভালোবাসাকে !

মাণিক। যে কথা তুমি উচ্চারণ করেছ—হত্যা ! যদি—যদি—

নন্দা। ও কি, তুমি যে কাঁপছ,—হয়েছে কি তোমার ?

মাণিক। চলে যাও,— চলে যাও আমার সামনে থেকে—

জয়ন্তী। মাণিক, মাণিক, ব্যাপার কি ?

মাণিক। বলছি—

জয়ন্তী। তাঁর কোন বিপদ হয়নি তো ?

মাণিক। (নন্দাকে) চলে যাও—চলে যাও তুমি ! তোমার সামনে আমি কোন কথা বলব না। যে নীচ তোমার মন,—যে কথা তুমি বলেছ—

নন্দা। স্থির হও, আমি উপহাস কচ্ছিলাম—

মাণিক। না, না, তুমি যাও—তুমি যাও—

নন্দা। বেশ, আমি যাচ্ছি—

প্রস্থান

মাণিক। প্রভুর সর্ব্বনাশ হয়েছে। তাঁর সব গেছে, কিছু নাই!

জয়ন্তী। মাণিক, মাণিক—(কাঁদিয়া উঠিল।)

মাণিক। সর্ব্বস্বান্ত তিনি,—এ দেশে আর মুখ দেখাবেন না। গোপনে তিনি আপনাকে নিয়ে দূর দেশে চলে' যেতে চান। যাবেন ?

জয়ন্তী। চল, চল মাণিক, এখনই আমাকে তার কাছে নিয়ে চল। আমিই তাঁর সর্ব্বনাশের কারণ। আমার প্রাণ দিয়েও যদি—

মাণিক। (অদ্ভুতভাবে) তাই হবে! তাই হবে! এই দেখুন, এই আংটী আপনাকে দেখাতে বলেছেন।

জয়ন্তী। জানি,—এ তাঁরই আংটী,—আমিই পরিয়ে দিয়েছিলাম।

মাণিক। তবে প্রস্তুত থাক্‌বেন। সন্ধ্যাকালে ঘাটে আমি নৌকা নিয়ে আস্‌ব। কারও কাছে এ কথা প্রকাশ না হয়,—আপনার বাবার কাছে নয়,—নন্দার কাছেও নয়।

প্রস্থান

জয়ন্তী। বেশ, তাই হবে! নন্দা, নন্দা—

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

সেইদিন সন্ধ্যাকালে : মেঘে আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে, ঝড় আরম্ভ হইয়াছে। দুইখণ্ড পাহাড়ের মধ্য দিয়া নদীর জল হ্রদে আসিয়া পড়িতেছে ; নদীর উপরে সেতু। সেতুর উপর দাঁড়াইয়া দীপক করতালি দিয়া নাচিতেছে—

দীপক। আমারই মতো, আমারই মতো! বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস আজ হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছে। চির-গোপন অশ্রুধারা হঠাৎ আজ ঝরে' পড়েছে! স্থির কি থাকা যায়? বুকে যে ব্যথা করে। (মেঘগর্জ্জন) আর্ত্তনাদ! মেঘের বুকে আজ আর্ত্তনাদ! আজ হারিয়ে গেছে তার ভালোবাসার জন! তাই ছুটে এসেছে—কতদূর থেকে,—চীৎকার করে' তা'কে ডাক্‌ছে। কর্ কর্ আর্ত্তনাদ!

দ্রুত লীলার প্রবেশ

লীলা। উঃ কি ভয়ানক ঝড়। ঘোড়াটা ছুটে পালিয়েছে। কি করে এখন বাড়ী ফিরে যাই? কে?

দীপক। এসেছ, বাইরে ছুটে এসেছ? ঘরে কি থাকা যায়?— আমারই মতো—আমারই মতো—

লীলা। দেখুন, আমি বড় বিপন্ন। ভয়ানক ঝড় উঠল, তাই আমি ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছিলাম। হঠাৎ মেঘের গর্জ্জন শুনে ভয় পেয়ে ঘোড়াটা ছুটে চলে গেছে—

দীপক। যাবেই তো! আজ সবাই ছুটেছে! আমারই মতো!

লীলা। এখন আমি বাড়ী ফিরতে পাচ্ছি না। নিকটে কোন আশ্রয়ও নেই। যদি দয়া করে আমার ঘোড়াটাকে ধরে' দেন!

দীপক। না না—ধর্‌তে নেই, ধর্‌তে নেই! জগতের যত ব্যর্থ প্রণয় আজ ঝঞ্ঝায় ছুটে বেরিয়েছে,—তা'কে ধরতে নেই। বাতাস আজ উন্মাদ বেগে ছুটেছে। বৃষ্টিধারা কাজল মেঘের আগল টুটে অবিশ্রান্ত ছুটেছে! বুঝি ব্যর্থ প্রণয়ের গুরু বেদনায় তুমিও ছুটে বেরিয়েছ। আমিও নাচি এই নৃত্যশীলা বৃষ্টিধারার তালে তালে, আমিও ছুটি এই উন্মাদ বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে—

প্রস্থান

লীলা। এ যে পাগল! আমিও কি পাগল হয়ে যাব না কি? ওই যে আমার ঘোড়া! কে ধর্‌লে? কে ওই গাছে বাঁধছে! একি?—এ যে অরুণ।

অরুণের প্রবেশ

অরুণ। ব্যাপার কি লীলা। কিছুক্ষণ আগে ঝড়ের ভিতর ঘোড়াটা আস্তাবলে ফিরে গেছে। শুনলাম ঘোড়া নিয়ে তুমি বেরিয়েছিলে। তাই আমি তোমাকে খুঁজতে বেরিয়েছি!

লীলা। অরুণ, অরুণ!

অরুণ। ভয় কি লীলা, এই তো আমি এসে পড়েছি!

লীলা। অরুণ, আমি অন্ধ—এতদিন বুঝতে পারিনি! আমি তোমারই—অরুণ আমি তোমারই!

অরুণ। একি লীলা, তুমি হঠাৎ এমন উত্তেজিত হ'লে কেন?

লীলা। বল তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

অরুণ। চল, ঘরে চল—সে কথা পরে হবে!

লীলা। পরে নয়,—আজ—এখনই! কি তোমার সঙ্কোচ?

অরুণ। তুমি জানোনা লীলা—

লীলা। জান্‌তে আমি চাই না। আর কোন দ্বিধা নয়, কোন সঙ্কোচ নয়,--আমি নারীর সমস্ত লজ্জা, সমস্ত সম্ভ্রম বিসর্জ্জন দিয়ে তোমার কাছে আজ উপযাচিকা! বল তুমি আমাকে বিয়ে করবে। বল, বল—

অরুণের বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল

অরুণ। বলছি চল—বাড়ী চল। ঝড়ের বেগ ক্রমশঃই বেড়ে উঠছে, বৃষ্টি জলপ্রপাতের মত নেমে আস্‌ছে—

লীলা। আসুক! এখনই তুমি আমাকে কথা দাও!

অরুণ। বাতাসের বেগে স্থির হয়ে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। চল বাড়ী চল!

লীলা। না যাব না। আগে আমায় কথা দাও!—

অরুণ। চল—বলছি চল।

লীলাকে জোর করিয়া লইয়া গেল

দীপকের প্রবেশ

দীপক। ওই যে চ'লে গেল! প্রণয়ীর কাঁধে মাথা রেখে,

প্রণয়ীর বাহুবেষ্টনে আকৃষ্টা অভিমানিনী—ওই চ'লে গেল! ওগো ব্যথিতা উন্মাদিনী! এই বাদল রাতের পাগল হাওয়ায় মিলেছে তোমার প্রণয়ী? আমার তো মেলেনা! আমি শুধু ছুটে বেড়াই—শ্রান্তিহীন, ক্লান্তিহারা—আমার হারিয়ে-যাওয়া প্রিয়ার সন্ধানে! কোথায়—কোথায় তুমি ওগো আমার অপেক্ষিতা, ওগো আমার দরদী প্রিয়া! এই মেঘমেদুর আকাশের সজল শ্যামলতায় আবদ্ধ নয়ন কোথায় তুমি বিরহিনী? কেঁদনা কেঁদনা প্রিয়া! এই পিপাসিত অধরের পেলব স্পর্শে তোমার শ্রিতকুন্তল মুখশ্রীর সমস্ত অশ্রুমালিন্য মুছে নেব! গর্ব্বোদ্ধত বিলাসীর লালসার পঙ্কিল আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে' তোমাকে প্রণয়ের পবিত্র মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত কর্‌ব, ছিন্ন কর্‌ব তা'র বাহুর গ্রন্থি, বিদ্ধ কর্‌ব তা'র প্রসারিত বক্ষ। অপেক্ষা—অপেক্ষা প্রিয়তমে—

প্রস্থান

নৌকা করিয়া জয়ন্তী ও মাণিকের প্রবেশ

জয়ন্তী। কি ঝড়, কি বৃষ্টি! এ দুর্য্যোগে তিনি কোথায় মাণিক! না জানি তাঁর কত কষ্টই হচ্ছে!

মাণিক। তাঁর মাথার ভিতর যে ঝড় বইছে,—তাঁর চোখে যে জলধারা ঝরছে,—এ ঝড়, এ বৃষ্টি তার কাছে কিছুই নয়!

জয়ন্তী। এ কি ভয়ঙ্কর স্থান! এখানে তিনি কেন এলেন মাণিক!

মাণিক। শোন জয়ন্তী!

জয়ন্তী। এ কি ! মাণিক, তুমি আমার নাম ধরে ডাকছ ?

মাণিক। তোমাকে আমার একটা কথা বলবার আছে।

জয়ন্তী। না, আমি তোমার কোন কথা শুন্‌ব না। তুমি কি অত্যাচার কর্‌বে বলে' আমাকে এখানে নিয়ে এসেছ ? অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক !

মাণিক। বিশ্বাসঘাতক আমি ? আমার দেহে এমন একবিন্দু রক্ত নেই, যা তাঁর জন্য আমি পাত কর্‌তে না পারি !

জয়ন্তী। তাই বুঝি তাঁর স্ত্রীকে !—

মাণিক। স্ত্রী ? কে স্ত্রী ? তুমি যদি স্ত্রী—কতটুকু তোমার ভালোবাসা ? তোমার জন্য তিনি সর্ব্বস্বান্ত হ'তে বসেছেন, আর তুমি—

জয়ন্তী। কি করতে বল তুমি আমাকে ?

মাণিক। তাঁর শপথের বন্ধন হ'তে তাঁকে মুক্তি দাও !

জয়ন্তী। সে তো আমি দিয়েছি,—আবার কি চাও তুমি ?

মাণিক। চাই তোমাকে দূর করতে ! তুমিই তার সর্ব্বনাশের কারণ ! তুমি এখানে থাকতে তিনি বিয়ে করতে পারেন না,—তোমার বাবা সে পথ বন্ধ করেছেন। চলে যাও দূরে—আর যেন তোমার ছায়ামাত্র তিনি দেখতে না পান !

জয়ন্তী। তাই যদি, আমি দূরে গেলেই বা কি হবে ? তিনি যে শপথ করেছেন,—আমি বেঁচে থাক্‌তে—

মাণিক। (চীৎকার করিয়া) না, না, তাহলে তোমার বাঁচা হবে না। যাও—মর—

ধাক্কা দিয়া জলে ফেলিয়া দিল

জয়ন্তী। (কাঁদিয়া) বাঁচাও, বাঁচাও—

দীপক। (নেপথ্যে) কেঁদনা কেঁদনা প্রিয়া—

দীপকের প্রবেশ

মাণিক। মর—দূর হও পথের কাঁটা! উঃ (পিঠে বর্যা বিঁধিয়া জলে পড়িয়া গেল)

দীপক। বিঁধেছি বিঁধেছি প্রিয়া! (ঝাঁপাইয়া পড়িল ; অতিকষ্টে জয়ন্তীকে তুলিয়া ধরিয়া) একি! জয়ন্তী! জয়ন্তী!

যবনিকা

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দশদিন পরে। নন্দার গৃহাভ্যন্তর। রোগশয্যায় শায়িত মাণিক। নন্দা পরিচর্য্যা করিতেছে।

মাণিক। জল! (নন্দা জল দিল) আমি কোথায়?

নন্দা। আমার ঘরে।

মাণিক। তুমি কে?

নন্দা। আমি নন্দা।

মাণিক। নন্দা! এখানে আমি কি করে' এলাম?

নন্দা। দিনদশেক আগে, যেদিন খুব ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল, তা'র পরদিন আমি ঘাটে বসে'—এমন সময় দেখি, তোমার নৌকা-খানা ভেসে যাচ্ছে। তুমি সেই নৌকার ভিতর অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে!

মাণিক। তারপর?

নন্দা। তারপর লোকজন ডেকে কোনরকমে তোমাকে তুলে নিয়ে আসি। তোমার পিঠে একটা ক্ষত-চিহ্ন ছিল। কেন মাণিক?

মাণিক। তোমার সখী কই,—তাঁকে তো দেখ্‌তে পাচ্ছি না?

নন্দা। তা'র কথা আর বলোনা। সেদিন তুমি তা'কে কি

বলেছিলে ?—আমার সাম্‌নে বল্‌লে না। অভাগিনী সেই রাত্রেই আত্মহত্যা করেছে। জলে তার উত্তরী ভেসে যাচ্ছিল, —আমি তুলে নিয়েছি! যে তা'র আত্মহত্যার কারণ, ভগবান নিশ্চয়ই তাকে শাস্তি দেবেন।

মাণিক। (উত্তেজিতভাবে হাতের উপর উঁচু হইয়া) না, না, আমি না—আমি না—তিনি দিয়েছিলেন—আংটি—তাই—

অবসন্নভাবে শুইয়া পড়িল

নন্দা। আবার জ্ঞান হারা'ল। কি করি? বাবাকে ডেকে আনি—

প্রস্থান

পশ্চাতে জানালায় মণিদত্তের প্রবেশ

মণি। কই! কেউ তো নেই! কি করে' মেয়েটার খোঁজ নিই! ওই কে শুয়ে রয়েছে! অরুণের অনুচরটা না ?—সেই-ই তো! তবে ঠিক এই বাড়ী! কে আস্‌ছে—

সরিল

নন্দার প্রবেশ

নন্দা। এই যে জ্ঞান হচ্ছে। বড় যন্ত্রণা হচ্ছে মাণিক ?

মাণিক। বড় যন্ত্রণা।

সোমনাথের প্রবেশ

সোম। কাল অরুণের বিয়ে নন্দা !

নন্দা। বিয়ে? কাল? কিন্তু কি করে' সে জান্‌লে যে জয়ন্তী মরেছে? এ ক'দিন কেউতো এখানে আসেনি।

সোম। তাই ভাব্‌ছি নন্দা, জয়ন্তীর মৃত্যুর সঙ্গে অরুণের বিয়ের কোন সম্বন্ধ নেই তো?

নন্দা। তাও কি সম্ভব?

সোম। মনে আছে, তাকে আমি কি শপথ করিয়েছিলাম। জয়ন্তীর মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত না হ'লে, অরুণ কখনই বিয়ে করতো না! সেই কি তা'হলে জয়ন্তীকে হত্যা করেছে?

নন্দা। তাও কি হ'তে পারে? তুমি ধর্ম্মাধিকারের কাছে যাও, —উপযুক্ত তদন্তের ব্যবস্থা কর।

সোম। আমার মর্ম্মচ্ছেদ হ'য়ে যাচ্ছে নন্দা, আমি যাচ্ছি ধর্ম্মাধিকারের কাছে—

প্রস্থানোদ্যত

মাণিক। (সহসা উত্তেজিত হইয়া) না, না, আমি—আমি—

সোম। কি মাণিক!

মাণিক। আমি তা'কে হত্যা করেছি!

মণিদত্ত জানালায় আসিল

সোম। তুমি!

মাণিক। হাঁ, আমি। নিয়ে চল আমাকে ধর্ম্মাধিকারের কাছে। আমার প্রভুর নাম মুখে এনো না—সাবধান!

নন্দা। আততায়ি! তোমাকে যে আমি প্রাণ দিয়ে—

কাঁদিয়া উঠিল

সোম। কেন তুমি তা'কে হত্যা কর্‌লে মাণিক, সে তোমার কি করেছিল ?

মাণিক। আমার প্রভুর পথের কাঁটা ছিল—তাই আমি তাকে সরিয়ে দিয়েছি।

সোম। অরুণের আদেশে ?

মাণিক। যাও, যাও, বকিয়ো না। হত্যা করেছি আমি—তাঁর নাম মুখে এনো না !

সোম। তোমার পিঠে ও ক্ষতচিহ্ন কিসের ?

মাণিক। সেই ঝড়ের রাতে, যখন আমি তাকে জলে ফেলে দিই, সেই সময় একটা বর্ষা এসে আমার পিঠে বিঁধ্‌ল !

সোম। কে বর্ষা ছুড়্‌লে ?

মাণিক। জানিনা। বোধ হয়—ভগবান !

সোম। তা'হলে কি ?—নন্দা, আমি আস্‌ছি—

প্রস্থান

মণিদত্ত জানালা হইতে সরিয়া গেল

মাণিক। নন্দা !

নন্দা। আর তুমি আমাকে ডেকোনা নারীঘাতক !

মাণিক। নন্দা, অবিচার করো না। আর কেউ না বুঝুক, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। আমার প্রভুর উপস্থিত বিপদ আমাকে ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য সকলই ভুলিয়ে দিয়েছিল। তুমি কি আমাকে ক্ষমা কর্‌তে পার না, নন্দা ?

নন্দা। ক্ষমা? যে কাজ তুমি করেছ—

মাণিক। (অধীরভাবে) ক্ষমা—নন্দা—ক্ষমা!

নন্দা। (উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে) না, না, হত্যাকারী—

নগরপাল সহ মণিদত্তের প্রবেশ

মণি। হত্যাকারী—বাঁধ!

নন্দা। না, না, কে হত্যাকারী—কা'কে বাঁধবে?

মণি। এখনই তুমি নিজেই বল্‌ছিলে সুন্দরি!

নন্দা। ভুল, ভুল—

মণি। ভুল তোমার, যে হত্যাকারীকে তুমি বাঁচাতে চাইছ! (প্রহরীকে) দাঁড়িয়ে আছ কেন? বেঁধে ফেল—

নন্দা। না, না, বেঁধনা, বেঁধনা—ও অসুস্থ, মরণাপন্ন—

মণি। আমরাও একটু-আধটু ভালোবাসি সুন্দরি, তাই শুশ্রূষার জন্য ওকে নিয়ে যাচ্ছি—(বিদ্রূপের হাসি হাসিল)

নন্দা। কে তুমি? কোথা থেকে এলে? মাণিক, কি করে' তোমাকে রক্ষা কর্‌ব?

মাণিক। রক্ষা আমাকে করো না নন্দা, মণিদত্ত তা'হলে আমার প্রভুর সর্ব্বনাশ কর্‌বে! হত্যা আমি করেছি,—শাস্তি আমাকে পেতে দাও। কিন্তু তুমি আমাকে ক্ষমা কর নন্দা!

নন্দা। না, না, হত্যা আমি করেছি,—আমাকে বাঁধ!

দ্বিতীয় দৃশ্য

পর্ব্বতের পাদদেশে দীপকের কুটীর। তাহার সম্মুখে শিলাখণ্ডে বসিয়া জয়ন্তী কাঁদিতেছিল। দীপক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া।

দীপক। কেন এই কাতরতা, কেন এই অশ্রুবন্যা জয়ন্তী! প্রবঞ্চকের ছলনার মোহে মুগ্ধ হয়ে, কেন তুমি চিরদিন ব্যথার বোঝা বয়ে' বেড়াবে? ভুলে যাও অতীতের স্মৃতি,—ভুলে যাও দুঃখের নিদান যত সুখের কাহিনী! প্রেমের পূর্ণানন্দে আনন্দময়ী তুমি, ভুলে যাও উপেক্ষার বেদনা! আমি যেমন হতাশার মর্ম্মান্তিক জ্বালা—

জয়ন্তী। আজ বুঝ্‌তে পাচ্ছি, কি সে বেদনা! আজ অনুভব কর্‌ছি, কত ব্যথা তোমাকে আমি দিয়েছি!

দীপক। সে কথা আর তুলোনা জয়ন্তী। সে অতীত, তা'কে যেতে দাও। বহু কষ্টে সেই দিগ্‌ভ্রান্ত লক্ষ্যহারা তরী-খানিকে, আমি সান্ত্বনার ম্লান-জ্যোৎস্না তীরে এনে ভিড়িয়েছি। আর পিছন ফিরে চাইব না। তোমার প্রেমের সাগরে আমি নিজেকে একেবারে ডুবিয়ে দিয়েছি। তোমার চোখের জল আমার বড় বাজে—বড় বাজে জয়ন্তী!

জয়ন্তী। দীপক, কেন সে আমাকে পরিত্যাগ কর্‌লে? তাঁর সুখে তো আমি কোন বাধা দিতাম না!

দীপক। তার সুখ? তোমার মনে ব্যথা দিয়ে সে পাষণ্ড সুখ পাবে? আমি জীবিত থাক্‌তে এ পৃথিবীতে তার সুখ নেই!

জয়ন্তী। না দীপক—

দীপক। জ্বলেছে—জ্বলেছে জয়ন্তী। মাথার ভিতর আগুণ জ্বলে উঠেছে। চোখ দিয়ে তা'র স্ফুলিঙ্গ ছুট্‌ছে,—শিরায় শিরায় তা'র লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়্‌ছে। সেই ভণ্ড, সেই প্রতারক—আমাকে পাগল করেছে,—তোমাকে ব্যথা দিয়েছে!

জয়ন্তী। তথাপি দীপক, সে আমার স্বামী। তাঁর সুখেই আমার সুখ। বল, তুমি তা'র কোন অনিষ্ট কর্‌বে না। বল, আমাকে কথা দাও!

দীপক। তবে, কাঁদবে না?

জয়ন্তী। না।

দীপক। ম্লান মুখে আমার পানে চাইবে না?

জয়ন্তী। না।

দীপক। অবরুদ্ধ করুণ সুরে বিষাদের গান গাইবে না?

জয়ন্তী। না।

দীপক। থাক তবে প্রেমময়ী! আমার দীন কুটীরে। প্রকৃতির ক্ষ্যাপা শিশুর মতো আমাদের দুটি অভিশপ্ত হৃদয় প্রণয়াস্পদের সুখের ধ্যানে মগ্ন থাকুক্। ওই পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীর ক্ষীণধারার সঙ্গে মিশে, বয়ে যাক্ আমাদের ব্যথার স্রোত। ওই শ্যামল-বনানীর পত্রাঞ্চলে কেঁপে কেঁপে, দূরে—আরও দূরে ভেসে যাক্ আমাদের দীর্ঘনিঃশ্বাস। থাক, থাক রাণী আমার কুটীরে—(যাইতে যাইতে সহসা

থামিয়া) কার যেন পায়ের আওয়াজ শুন্‌তে পাচ্ছি জয়ন্তী !

জয়ন্তী। আমি ভিতরে যাই। আমার অস্তিত্ব যেন কারো কাছে প্রকাশ না হয় !

ভিতরে গেল

দ্রুত সোমনাথের প্রবেশ

সোম। দীপক, মাণিককে তুমি বর্ষা মেরেছিলে ?

দীপক। আমি ?—কে বল্‌লে ?

সোম। সে নিজে।

দীপক। সে কি ? আপনি তার কাছে গিয়েছিলেন ?

সোম। হাঁ।

দীপক। সেখানে আপনি কি করে' গেলেন ?

সোম। কোথায় ?

দীপক। যেখানে সে গিয়েছে। নারী-ঘাতকেরা যেখানে যায় ?

সোম। তুমি তা' কি করে' জান্‌লে ?

দীপক। তা'র প্রেতাত্মা আমায় বলেছে।

সোম। কিন্তু, সে তো মরেনি দীপক ! তোমার বর্ষার আঘাতে তার প্রাণান্ত হয়নি।

দীপক। তা' হবে। শয়তানের প্রাণ শীঘ্র যায় না।

সোম। তুমিই তা'হলে তাকে বর্ষা মেরেছিলে ?

দীপক। বলি—আর আপনি আমাকে ধরিয়ে দিন !

সোম। আর আমাকে সন্দেহে ভুলিয়ো না দীপক! বল, বল, জয়ন্তীকে তুমি দেখেছ?

জয়ন্তী। (বাহিরে আসিয়া) বাবা! বাবা!

জয়ন্তী। জয়ন্তী, জয়ন্তী, বেঁচে আছিস্ মা!

জড়াইয়া ধরিল

দীপক। জয়ন্তী যদি না বাঁচত,—আমাকে কি জীবিত দেখ্‌তেন?

সোম। কেন মা এমন' করে লুকিয়ে আছিস্। আমার কাছে যাস্‌নি কেন?

জয়ন্তী। আমি বেঁচে আছি জান্‌লে তাঁর যে সর্ব্বনাশ হবে, বাবা।

সোম। সেই অপদার্থ রাক্ষস!—সে-ই মাণিককে বলেছিল তোকে হত্যা কর্‌তে!

জয়ন্তী। আমার মৃত্যু হলো না কেন? তাঁর জীবন বিষময় কর্‌তে কেন আমি বেঁচে রইলাম!

দীপক। আবার জয়ন্তী, তোমার চোখে জল?

জয়ন্তী। জল যে মানা মানে না দীপক! কেন তুমি আমাকে বাঁচালে?

সোম। কেন মা, এই অভিমান? আমি স্নেহ দিয়ে তোকে ভরে' দেবো—পূর্ণ করে দেবো—

দীপক। আর এই হতভাগাটা কি তোমার কেউ নয় জয়ন্তী? আমি মায়ের মতো তোমাকে আদর কর্‌ব, বাপের মতো তোমাকে স্নেহ কর্‌ব, ভাইয়ের মতো তোমার অশ্রুসিক্ত নয়ন্

মুছিয়ে দেবো। এই লক্ষীহীনের কুটীরে তুমি রাণীর ঐশ্বর্য্যে থাক জয়ন্তী!

নেপথ্যে কোলাহল

সোম। একি! কোলাহল কিসের? (বাহিরে দেখিয়া) নগরপাল মাণিককে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। কে এদের সংবাদ দিলে? সঙ্গে যে নন্দা! জয়ন্তী, ঘরে যাও। আমি দেখে আসি।

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

উৎসব-সজ্জায় সজ্জিত অরুণের গৃহ। নাট-মন্দিরে লীলা। সখীগণ তাহার অঙ্গসজ্জা করিতেছে।

গান

সে কোন্ বিধাতা মনচোরা এই রূপ দিলে তোমায়,—
এনে ভরদুনিয়ার বাহার সে কি নিংড়ে দিলে গায়!
ওই ডাগর চটুল চোখ্ দিলে কোন চতুর হরিণীর,
কমল তুলে তুলতুলে ওই গালদুটি রাঙায়!
কোন ময়ূরের পেখম দিলে ওই কালো চুলে,—
হার মানে যে রক্তজবা আলতা-রাঙা পায়!
অঙ্গে কোমল শিরীষ ফুলের পাপ্‌ড়ি দিয়ে কি—
পাথর ভরি রাখ্‌লে তোমার ওই পাষাণ হিয়ায়!

লীলা। এইবার তো'রা আমাকে অব্যাহতি দে। অত সাজ-গোজের দরকার নেই!

মাধুরী। আছে বই কি? রূপ থাক্‌লে কি আর অলঙ্কারের দরকার হয় না?

মাধবী। সকলের কাছে তা' খাটে না। অলঙ্কার ছাড়া যে রূপ, সে দেখ্‌বে শুধু একজন; তাঁর কাছে—

(সুরে) ভালো লাগ্‌বে না লো সই—
যদি নীলাম্বরী রয় আবরি কনক দেহ ওই!

মাধুরী। তবে?

মাধবী। পর্‌বে শুধু পরীর মতন
মন ভুলানো রূপের বসন,
তখন, রচ্‌বে নাগর রঙিন স্বপন, অবাক্ চেয়ে রই—
ওলো সই অবাক্ চেয়ে রই।

লীলা। অত অবাক্ চোখের দৃষ্টি আমার সইবে না। তার চেয়ে বরং আমাকে এমন করে' সাজিয়ে দে, যা'তে কেউ আমার দিকে আর ফিরে না চায়!

মাধুরী। অসম্ভব। রূপ থাক্‌লেই, চোখ্ চাইবে। শাস্ত্র যাই লিখুক, আর নীতি যাই বলুক। তবে—(সুরে)

চোখ দিয়ে কেউ গিল্‌তে আসে গপ্ করে'—
কেউবা করে চাউনি চুরি,—চোখ চেপে নেয়—
সে চতুর চোখ চেপে নেয় চট্ করে'!

কারো চোখের চটুল তারা
এদিক্ ওদিক্ নেচেই সারা,—
মিটির মিটির চায় যেন কেউ ভিজে বেরাল,—
ওলো সই, ভিজে বেরাল রূপ ধরে' !

লীলা। সত্যি বলেছিস্ ! সংসারে ভিজে বেরালের অভাব নেই—আমি তা মর্ম্মে মর্ম্মে জেনেছি। কিসের জন্য এ সাজ সজ্জা ? চোখ্ আছে কা'র যে দেখ্‌বে ? খেয়ালী পুরুষ নিত্য নূতন রূপ দেখার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে,—তা'র কাছে রূপের আদর কোথায় ? মাধবী ! সত্যিই কি আমার রূপ আছে ?

মাধবী। দর্পণে তুমি নিজেকে কখনও দেখনি সখি ?

লীলা। তবে, কেন সে—কেন সে আমাকে এমন বঞ্চনা কর্‌লে?

ক্রন্দন

মাধবী। ওকি সই, শুভদিনে চোখের জল ফেল্‌তে নেই !

লীলা। সত্যই তো ! চোখের জল কেন ফেল্‌ব ? কা'র জন্য ? আজ শুভদিন। আয় সখি, আমাকে ভালো করে' সাজিয়ে দে। জগতের চোখ্ যেন আজ আমার দিকে চেয়ে ঝল্‌সে যায় !

মাধবী। (গান) চোখ দেখে, না মন দেখে সই বল ?
মনের গোপন দেখার লাগি' নয়ন বাতায়ন কেবল !
আঁখির আগে স্বপন কত
জাগে ছায়াবাজির মত—
দেখ্‌তে যখন খেয়াল জাগে, দেখে তখন মন পাগল।

কে জানে সই, কত দিনের চোখের দেখা—
এক লহমায় মনের খাতায় রয় লেখা !
কত জনম তোমায় আমায়
হয়তো দেখা ফুল-জোছনায়
আজ নিরালায় নতুন করে' এই দেখা কি সেই দেখা, বল ?
চোখ দেখে না, মন দেখে সই বল্।

মহামায়া ও কুমারের প্রবেশ

মহা। এখনই চলে যাচ্ছ, কুমার ?

কুমার। হাঁ মা, আমি এখনই যাচ্ছি !

মহা। একটু পরেই বিয়ে ! এখনই চলে যাওয়াটা কি ভালো দেখাবে ? (লীলা প্রস্থানোদ্যত) ওকি, যাচ্ছ কেন লীলা ?

লীলা। কি কর্‌ব ?

মহা। কুমার এখনই যেতে চাইছে—

লীলা। সে তার ইচ্ছা !

প্রস্থান। সখীগণও সঙ্গে গেল।

কুমার। আর আমায় থাক্‌তে বলোনা, মা !

মহা। লীলার যেন আজকাল কি হয়েছে,—দিন-রাত্তির খালি খিট্ খিট্ করে—ঝগড়া করে। অরুণকে নিয়েও মহা বিপদে পড়েছি। এই আট দশ দিন সে কারও সঙ্গে কথা বলে না,—রাত্রে ঘুমোয় না। দিনের বেলায় একলাটি পাহাড়ের উপর বসে' থাকে, রাত্রে নৌকা করে' হ্রদে ঘুরে বেড়ায়। তার মুখের চেহারা দেখেছ ?

কুমার। আমার সঙ্গেও সে কথা বলে না!

মহা। তুমি তাকে একটু বুঝিয়ে বল।

কুমার। আমি?

মহা। হাঁ, তুমি। তোমার বন্ধুর সুখ, শান্তি, সর্ব্বস্ব রক্ষার ভার আমি তোমাকেই দিচ্ছি, কুমার!

প্রস্থান

কুমার। বড় কঠিন, বড় কঠিন। এ ভার বইতে আমি পার্‌ব কি? নিজের ভারই যে আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে!

লীলার প্রবেশ

লীলা। আপনি যান্‌নি?

কুমার। আপনি? আমি তোমার এমন সম্মানের পাত্র হয়ে পড়েছি লীলা,—এরই মধ্যে?

লীলা। তা'র মানে?

কুমার। আর কেন লীলা, আমি তোমার কাছ থেকে চলে যাচ্ছি—

লীলা। কারণ, আর একজনের কাছে যাওয়ার দরকার হয়েছে। তুমি আর সে—দুজনে পালিয়ে যাচ্ছ!

কুমার। কা'র কথা বল্‌ছ তুমি?

লীলা। যাক্, সে কথায় আর কাজ নেই। এক সময় ছিল, যখন আমি তোমার এই ছলনাকে বিশ্বাস কর্‌তাম। কিন্তু এখন আমি শিখেছি—কেমন হীনভাবে তুমি প্রতারণা কর্‌তে পার!

কুমার। শিখেছ !—কে শেখা'লে তোমাকে ?

লীলা। তোমার স্ত্রী !

কুমার। আমার—কে ?

লীলা। তোমার স্ত্রী ! শুন্‌তে পেয়েছ ? অমন ছলনার হাসি হেসনা। আমি তা'কে দেখেছি,—সে আমার কাছে স্বীকার করেছে।

কুমার। দেখেছ ! সে স্বীকার করেছে যে সে আমার স্ত্রী ?

লীলা। কিছুই সে আমার কাছে গোপন করেনি।

কুমার। ভুল, ভুল, ভয়ানক ভুল ! লীলা, নিশ্চয়ই তুমি ভয়ানক ভুল করেছ !

লীলা। ভুল ! আমি নিজে তার সঙ্গে কথা বলেছি,—তাও ভুল ?

কুমার। কে সে ? বল লীলা—সে কে ?

লীলা। তুমি জানো না ?

কুমার। বিশ্বাস কর লীলা, তুমি কা'র কথা বল্‌ছ—আমি তা'কে চিনি না।

লীলা। চেনো না। দেখ দেখি—(পত্র দেখাইয়া) একে চেনো ?

কুমার পত্র লইয়া পড়িতে লাগিল, অরুণের প্রবেশ

অরুণ। কা'র চিঠি কুমার ! (কুমার অদ্ভুতভাবে তাহার দিকে চাহিল) ও কি, অমন করে' চেয়ে রইলে যে !

লীলা। ভয় নেই, তোমার বন্ধুকে লেখা এ আমার প্রেমপত্র নয়—

প্রস্থান

অরুণ। আশ্চর্য্য! আমি কি তাই বল্‌ছি!

কুমার। (চিঠি দিয়া) অরুণ, এ চিঠি তোমার?

অরুণ। হাঁ। তুমি কোথায় পেলে?

নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণের প্রবেশ

অরুণ। আসুন, আসুন!—আসুন ধর্ম্মাধিকার—

অনন্তরাও। তোমাদের বিয়ের খবর পেয়ে ভারি আনন্দ পেয়েছি অরুণ! তোমার বাবা আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন, তা' জানো বোধহয়?

অরুণ। জানি, পিতার মতোই আপনি আমাকে স্নেহ করেন।

মহামায়ার প্রবেশ

মহা। এই যে এসেছেন আপনারা,—নমস্কার, নমস্কার। আপনাদের অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি হয়নি তো!

অনন্ত। না, না, আমাদের জন্য ব্যস্ত হবেন না—আমরা তো ঘরের লোক! আপনার স্বামী আমার কত অন্তরঙ্গ ছিলেন, তা' ভুলে গেলেন?

মহা। ভোল্‌বার আমাদের কথা নয়, কিন্তু, আপনার যে এখনও তা' মনে আছে, সে জন্য আপনার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। অরুণ, লীলার সখীদের পাঠিয়ে দাও,—এঁদের অভ্যর্থনা কর! (অরুণের প্রস্থান) মাপ কর্‌বেন, আমাকে একবার ওদিকে যেতে হবে। একা লোক—

সকল দিক্ আমাকেই দেখ্‌তে হয়! কুমার, তুমি এঁদের কাছে ততক্ষণ থাক, আমি এখনই আস্‌ছি!

প্রস্থান

সখীদের প্রবেশ ও গান

ওই বনে বনে কেন্ বেণু বাজে—
বাজে মন্থর মঞ্জীর ছন্দে!
ও কে সুন্দর মঞ্জুল সাজে ফুল-ডোর বাঁধে মণিবন্ধে!
কে রঙিন পলাশ পরাগে এলায়িত কুন্তল রাঙে,
কি মদির তন্দ্রা যে জাগে যুঁই চাঁপা মল্লিকা গন্ধে!
মর্ম্মের মর্ম্মর জাগে কম্পিত চম্পক কুঞ্জে,
উচ্ছল নর্ম্ম তড়াগে মৃদুজল-তরঙ্গ গুঞ্জে!
অন্তর বন্ধনহারা পান কবি যৌবন-ধারা
আজি রবি-চন্দ্রমা-তারা উন্মনা মগ্ন আনন্দে!

প্রস্থান

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। ধর্ম্মাধিকার, বাইরে একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। এই পত্রখানি আপনাকে দিতে বল্‌লেন!

অনন্ত। (পত্র লইয়া) এখানে তাঁর কি প্রয়োজন! (পড়িয়া) এ যে খুব জরুরী দেখ্‌ছি। (অন্যান্য লোককে) ক্ষমা কর্‌বেন, আমাকে এখনই একবার উঠ্‌তে হবে।

কিষণ। ব্যাপার কি?

অনন্ত। একটা খুন হয়েছে-—

সকলে। খুন ?

অনন্ত। হাঁ। হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া গেছে। তাকে ধরবার জন্য আদেশপত্রে আমাকে সাক্ষর কর্‌তে হবে!

কিষণ। কোথায় সে হত্যাকারী ?

অনন্ত। তা' তো জানি না। শেঠ মণিদত্ত বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি জানেন।

প্রস্থান

কিষণ। মণিদত্ত! যেখানে মণিদত্ত, সেইখানেই গোলমাল! চল, দেখে' আসি,—ব্যাপার কি ?

সকলের প্রস্থান

অরুণ ও লীলার প্রবেশ

অরুণ। না, আর পারিনা। মনের সঙ্গে আর কত যুদ্ধ কর্‌ব!

লীলা। কি হয়েছে তোমার ?

অরুণ। বল্‌ব ? না, বলে' ফেলি। বলে' যদি এই মর্ম্মান্তিক যাতনার হাত থেকে মুক্তি পাই। লীলা, তুমি আমাকে বলেছিলে যে আমার সব কথাই তুমি জানো। সে তোমার ভুল। শৈলেশ্বর মন্দিরের কাছে যে মেয়েটিকে তুমি দেখেছিলে—

লীলা। কে জয়ন্তী ?

অরুণ। হাঁ, সে আমার স্ত্রী।

লীলা। তোমার স্ত্রী! তুমিই সেখানে রাত্রে নৌকা করে' যেতে ?

অরুণ। হাঁ।

লীলা। মাণিক তোমাকেই নিয়ে যেতে ?

অরুণ। হাঁ।

লীলা। তোমাকেই সে চিঠি দিয়েছিল ?

অরুণ। হাঁ, যে চিঠি কুমার একটু আগে আমাকে দিলে।

লীলা। (অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া) প্রতারক, কেন তুমি গোপন করেছিলে ?

অরুণ। আমি তো গোপন করিনি লীলা। আমি বল্‌তে চেয়েছিলাম,—তুমি শোননি !

লীলা। সত্য ? সত্য সে তোমার স্ত্রী ?

অরুণ। ছিল। কিন্তু—সে আত্মহত্যা করেছে।

লীলা। আত্মহত্যা করেছে !

অরুণ। আমি শপথ করেছিলাম, সে বেঁচে থাক্‌তে আর কাউকে বিয়ে কর্‌ব না। আমাকে মুক্তি দিতে সে আত্মহত্যা করেছে।

লীলা। (উন্মাদের মতো হাসিয়া) তোমার স্ত্রী ! তোমার স্ত্রী !!

দ্রুত মহামায়ার প্রবেশ

মহা। অরুণ ! অরুণ—

অরুণ। কি মা ?

মহা। পালাও, পালাও ! দাঁড়িয়ো না, ছোট। প্রত্যেক দরজায় প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। আমার ঘরের জানালা দিয়ে পালাও। তা'রা তোমাকে ধর্‌তে আস্‌ছে—

অরুণ। ধর্‌তে আস্‌ছে !—কি অপরাধে মা ?

মহা। হত্যা অপরাধে—

অরুণ। হত্যা—(বিস্ময়ে বাক্‌রোধ হইল।)

লীলা। হত্যা অপরাধে ? কা'কে সে হত্যা করেছে ?

মহা। আর কথা নয়,—ওই তা'রা এসে পড়্‌ল। পালাও, পালাও—

অনন্তরাও, মণিদত্ত প্রভৃতির প্রবেশ

মণি। আর পালাবার অবকাশ তোমার পুত্রের নেই দেবি—

লীলা। কেন তোমরা এখানে এই অত্যাচার কর্‌তে এসেছ ? অরুণের বিয়ে বন্ধ কর্‌তে এ তোমাদের হীন ষড়যন্ত্র ! দেশ কি অরাজক ?

মণি। দেশ অরাজক নয় বলেই, আমরা এখানে আস্‌তে পেরেছি দেবি !

অনন্ত। (মহামায়াকে) দেবি, অরুণের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত। আমি বিশ্বাস করি, সে নির্দ্দোষ। কিন্তু আইনের দাস আমি। তার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ হওয়া আবশ্যক। অরুণকে আমি প্রকাশ্য বিচারালয়ে হত্যাকারী বলে' উপস্থিত কর্‌তে চাইনা। বিশেষতঃ আজ তার বিবাহ রাত্রি। এখানেই এ ব্যাপরের আমি তদন্ত কর্‌তে চাই। অরুণ, জয়ন্তীকে তুমি হত্যা করেছ ?

অরুণ। আপনাদের কি বিশ্বাস হয়—আমার এ হাত রক্তে কলুষিত ?

লীলা। কখনই তা' হ'তে পারে না।

কিষণ। আমরাও তা' বিশ্বাস করিনা।

মণি। কিন্তু প্রমাণ ?

কুমার। ধর্ম্মাধিকার, এ অভিযোগ মিথ্যা। আপরাধী আমি—আমাকে বন্দী করে' নিয়ে চলুন। এদের বিবাহ-উৎসবকে ম্লান কর্‌বেন না।

মণি। ও সব বাজে কথা ছেড়ে দাও বাবাজি। মণিদত্ত প্রমাণ প্রয়োগ না নিয়ে কখনও অভিযোগ করে না। এই অরুণের আদেশে তা'র অনুচর মাণিক শৈলেশ্বর মন্দিরের রক্ষক সোমনাথের কন্যা জয়ন্তীকে হত্যা করেছে। মাণিককে আমি বন্দী করিয়েছি,—সে একথা স্বীকার করেছে যে অরুণের আদেশে—

অরুণ। আমার আদেশে ?

মণি। হাঁ, তোমার আদেশে সে তা'কে হত্যা করেছে !

অনন্ত। কিন্তু হত্যা কর্‌বার কারণ ?

মণি। কারণ—লীলাকে বিয়ে করা !

অনন্ত। তা'র মানে ?

মণি। উনি শপথ করেছিলেন যে, সে বেঁচে থাকতে আর বিয়ে কর্‌বেন না। সে শপথ রক্ষা করেছেন—তা'কে হত্যা করে !

অনন্ত। কিন্তু সাক্ষী তো চাই !

মণি। সাক্ষী উপস্থিত। মাণিকের স্বীকারোক্তি শোনা মাত্র আমি নগরপালকে দিয়ে তা'কে বন্দী করিয়েছি। ধর্ম্মাধি-

কারের সামনে সে মিথ্যা বল্‌তে পার্‌বে না। নিয়ে এস মাণিককে—

প্রহরীর প্রস্থান

মহা। না, না, মাণিককে নয়,—মাণিককে নয়—

অরুণ। মা! (কিছুক্ষণ চাহিয়া) ও, বুঝেছি। থাক্ প্রমাণের আর দরকার নেই। ধর্ম্মাধিকার, আমিই দোষী, আমার যে শাস্তি হয়—ব্যবস্থা করুণ।

লীলা। না, তা' হতে পারে না। আমি শুন্‌তে চাই, এই শয়তানের সাক্ষীরা কি বলে!

প্রহরীসহ মাণিকের প্রবেশ

মণি। বল মাণিক, সোমনাথের কাছে যে হত্যাকাহিনী বল্‌ছিলে। ক'র আদেশে তুমি জয়ন্তীকে হত্যা করেছ?

মহা। মাণিক! (অরুণ তাঁহার দিকে চাহিল)

অরুণ। না, ওকে তা বল্‌তে হবে না। আমি স্বীকার কচ্ছি, আমি দোষী!

সোমনাথের প্রবেশ

মণি। এই যে সোমনাথ। ঠিক সময়েই উপস্থিত হয়েছেন। আপনাকে সাক্ষী দিতে হবে।

সোম। কিসের?

মণি। আপনার কন্যাকে কে হত্যা করেছে?

সোম। নিয়তি।

মণি। ও-সব হেঁয়ালি ছেড়ে দিন। বলুন, আপনার কন্যাকে হত্যার জন্য মূলতঃ দায়ী কে ?

সোম। আমি।

সকলে। আপনি ?

মণি। ধর্ম্মাধিকারের সাম্‌নে মিথ্যা বল্‌ছেন ?

সোম। বিন্দুমাত্র নয়। ভগবান জানেন, জয়ন্তীর দুর্ভাগ্যের মূল কারণ আমি।

মণি। এ পাগ্‌লামির যায়গা নয়। মাণিক আপনাকে বলেনি যে অরুণের আদেশে সে আপনার কন্যাকে হত্যা করেছে ?

অনন্ত। কি বলেন,—এ কথা সত্য ?

নন্দার প্রবেশ

নন্দা। সম্পূর্ণ মিথ্যা !

অরুণ। নন্দা !

নন্দা। মিথ্যা কথা ধর্ম্মাধিকার। মাণিক কিছুই বলেনি।

মণি। একি সব চালাকি পেয়েছ নাকি ? মাণিক, ধর্ম্মাধিকারের সাম্‌নে মিথ্যা বলো না। বল, কে হত্যা করেছে ?

মাণিক। আমি।

মণি। কা'র আদেশে, তাই বল !

মাণিক। আমার নিজের বুদ্ধির আদেশে।

মণি। আর কেউ তোমাকে আদেশ দেয়নি ?

মাণিক। না।

মণি। (একসঙ্গে) মিথ্যা কথা !

নন্দা। মিথ্যা কথাই বটে ধর্ম্মাধিকার !

অনন্ত। মিথ্যা কথা ?

মণি। বল,—বল দেখি এইবার—

নন্দা। সেদিন ঝড়ের রাতে নৌকাডুবি হ'য়ে মাণিক গুরুতর আঘাত পায়, তা'তেই ওর মাথা খারাপ হয়েছে। জয়ন্তী আমার সখী ছিল। আমি জানি, সে আত্মহত্যা করেছে।

অনন্ত। (সোমনাথকে) আপনি কি বলেন ?

সোম। আমার যা' বল্‌বার—বলেছি, আর কোন প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না।

মণি। দিতেই হবে। আইনের বলে জোর করে' আমরা আপনার উত্তর নেব।

সোম। পার,—নাও ! মণিদত্ত, কন্যা আমার—তোমার নয়।

মণি। কিছু যায় আসে না। হত্যার অভিযোক্তা রাজা—তুমি নও। পিতা যদি হত্যাকারী হয়,—রাজা তাকেও শাস্তি দেবেন।

সোম। বেশ, তাই হোক্।

মণি। এতেই প্রমাণ হচ্ছে যে মাণিকের কথা সত্য নয়, নন্দার কথা সত্য নয়। সত্য বলবার ভয়ে সোমনাথ উত্তর দিতে অস্বীকার কর্‌ছেন !

অনন্ত। কিন্তু, তাঁর কন্যার হত্যাকারীর শাস্তি বিধান কর্‌তে তাঁর কি আপত্তি থাকতে পারে ?

মণি। অরুণ অর্থ দিয়ে ওঁর মুখ বন্ধ করেছে। প্রকৃত ব্যাপার

আপনি নিশ্চয়ই বুঝ্‌তে পেরেছেন ধর্ম্মাধিকার। জয়ন্তীকে যে-ই হত্যা করুক,—অরুণের আদেশেই সে মরেছে!

দীপক ও জয়ন্তীর প্রবেশ

দীপক। মিথ্যা কথা। জয়ন্তী মরেনি!

অরুণ। জয়ন্তী—জয়ন্তী —(তাহাকে ধরিল)।

সকলে। জয়ন্তী!

অনন্ত। এই জয়ন্তী! তবে সে হত হয়নি?

সোম। না, দীপক তার প্রাণরক্ষা করেছে।

মণি। তা'হলে হত্যার চেষ্টা তো একটা হয়েছিল?

দীপক। তা'ও নয়। মাণিকের সাথে জয়ন্তী আস্‌ছিল অরুণের কাছে। ঝড়ে নৌকাডুবি হয়েছিল,—জয়ন্তীকে আমি উদ্ধার করেছিলাম।

অরুণ। জয়ন্তী. তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না জয়ন্তী! সর্ব্বস্ব যায় যাক্। তোমাকে নিয়ে আমি সমস্ত দুঃখকষ্ট মাথা পেতে নেব।

কুমার। সর্ব্বস্ব যাবে কেন অরুণ? আমার বন্ধুর বিবাহে আমি কি সামান্য যৌতুক দিতে পারি না? মনিদত্তের ঋণ আমি শোধ করে দেব।

জয়ন্তী। (প্রণাম করিয়া মহামায়াকে) মা, আমি কি পায়ে স্থান পাব না?

মহা। 'তুমি আমার গৃহলক্ষ্মী জয়ন্তী।

তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন

মণি। আচ্ছা, তোমাদের লক্ষ্মীলাভ হোক্।

প্রস্থানোদ্যত

দীপক। (ধরিয়া ফেলিয়া) অপেক্ষা, অপেক্ষা বন্ধু! তোমার অযাচিত উপকারের পুরস্কার নিয়ে যাও। ধর্ম্মাধিকার, এই লোকটাকে যদি আমি গলা টিপে মেরে ফেলি, আপনাদের ধর্ম্মশাস্ত্রমতে সে কি আমার অপরাধ হবে?

মণি। পাগ্‌লামো করো না। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও।

অনন্ত। অপরাধের শাস্তি দেওয়ার জন্য রাজশক্তি রয়েছে দীপক, নিজের হাতে তা' তুলে নিতে নেই। মণিদত্ত, তুমি চক্রান্ত করে' আজকের আনন্দ-বাসরকে তিক্ত করে' তুলেছ। তা'র শাস্তি কি জানো?

মণি। শাস্তি? কেন? আমি কি করেছি?

অনন্ত। কি করেছ, তার বিচার কা'ল হবে। আজ তুমি বন্দী।

মণি। বন্দী? অবিচার,—ঘোরতর অবিচার।

কুমার। ধর্ম্মাধিকার, আমার অনুরোধ—আজ এই উৎসবের দিনে ওকে আপনি ক্ষমা করুণ। ওর সমস্ত প্রাপ্য আমি কালই মিটিয়ে দেব। আজ এই আনন্দের দিনে কারও মুখ যেন মলিন না থাকে।

অনন্ত। যাও মণিদত্ত, এই মহাপ্রাণ যুবকের অনুরোধে তোমাকে আমি ক্ষমা কর্‌লাম।

মণিদত্তের প্রস্থান

অরুণ। (দীপককে) বন্ধু, তুমি জয়ন্তীর জীবন রক্ষা করেছ। আমার সমস্ত দুর্ব্ব্যবহার ক্ষমা করে'—এস আমায় আলিঙ্গন দাও।

দীপক। তোমার সমস্ত অপরাধ তখনই ক্ষমা করেছি অরুণ, যখনই তুমি জয়ন্তীকে স্ত্রী বলে' গ্রহণ করেছ।

অনন্ত। বিবাহ-বাসরে এই আকস্মিক ও অনর্থক গোলমালে আমরা সকলেই দুঃখিত। আবার হাস্যে, লাস্যে, আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠুক এই উৎসব-ক্ষেত্র।

দীপক। কঠিন ব্যথার মাঝেই মেলে আমাদের সবচেয়ে বড় সুখের সন্ধান। দাঁড়াও, দাঁড়াও জয়ন্তী তুমি অরুণের পাশে, আমি দেখি,—আমি দেখি। আমি কাঁদি, আমি হাসি। (দুজনকে পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া) এইতো সত্য, এইতো শিব, এইতো সুন্দর। বাজাও—বাজাও শঙ্খ,—দাও উলুধ্বনি।

অরুণ। বাজাও শঙ্খ, দাও উলুধ্বনি ! এ উৎসব শুধু আমার জন্য নয় ; লীলারও আজ শুভ পরিণয়। এস লীলা, তোমার চির-আকাঙ্ক্ষিতের হাতে তোমাকে সঁপে দিই। এস কুমার, আমার ভগিনীকে তুমি গ্রহণ কর।—এ তোমার উদারতার প্রতিদান নয় বন্ধু,—এ আমার কর্ত্তব্যের সম্প্রদান। বাজাও শঙ্খ,—দাও উলুধ্বনি।

মাণিক নন্দার হাত ধরিয়া সম্মুখে আনিল—

মাণিক। আজ হাঁ-ও শুনব না, না-ও শুনব না। দেবো তোমার

গলায় পরিয়ে আজ এই মিলন-মালা। (মালা পরাইয়া)
বাজাও শঙ্খ—

নন্দা। উঃ, কি বেরসিক! (মাণিকের গলায় মালা পরাইয়া)
দাও উলুধ্বনি।

যবনিকা।